পাহাড়ী ফুল

শৈলেশ গুহ নিয়োগী

প্রথম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৩৭০ ॥

প্রকাশক
এস, সি, শীল
২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন
কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর
সাধুচরণ শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন
কলিকাতা-৫

গৌরীশংকর ব্যানার্জী

স্থিরচিত্র
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

জীবনের প্রতিটি ঝড়ের মুহূর্তে
যিনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন
সেই মেজদা
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়ের

করকমলে—

॥ লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

গোলপার্ক

ফ্লু

প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

রিহার্সাল

পলিটিক্স

তিন একাঙ্ক (সংকলন)

ডাইভোর্স

ক্যাম্প থ্রি

ঝুমুর

বিদিশ

বৌদির বিয়ে

কলেজ হোষ্টেল

। পরিচিতি ।

—পুরুষ—

অসিত	...	বাঙালীবাড়ীর মালিক
অলোক	...	ঐ পুত্র
ডাক্তার	...	ঐ পারিবারিক চিকিৎসক
শংকর	...	কান্টি চা-বাগানের ম্যানেজারের ছেলে
বিকাশ	...	নমিতার স্বামী ও অলোকের বন্ধু
জংসিং	...	বাঙালীবাড়ীর দরোয়ান
নিতাই	...	রূপার বাবা
সুখিয়া	...	কান্টি চা-বাগানের শ্রমিক
ডিরেক্টার	...	চলচ্চিত্রের পরিচালক
ম্যানেজার	...	ঐ ম্যানেজার
বংশী	...	ঐ ফটোগ্রাফার

—স্ত্রী—

রূপা	...	নিতাই-এর মেয়ে
নমিতা	...	বিকাশের স্ত্রী

—প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীগণ—

স্থান—বিশ্বরূপা : ১৪ই জুন ১৯৬৩

প্রযোজনা—ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব

—চরিত্র—		—শিল্পী—
অলোক	...	তুষার ঘোষ রায়
বিকাশ	...	শিব কুমার শর্মা
ডাক্তার	...	বিমান বিশ্বাস
শংকর	...	বিমল রায়
জংসিং	...	ভিক্টর ঘোষ
সুখিয়া	...	নিরঞ্জন দে
নিতাই	...	কালিপদ মুখার্জী
অসিত	...	বিশ্বনাথ দাস
ডিরেক্টর	...	রঞ্জন রায়
ম্যানেজার	...	রামেশ্বর রায়
বংশী	...	কমল কুমার চন্দ
রূপা	...	বেলা রায়
নমিতা	...	তপতী মণ্ডল

—নেপথ্যে—

পরিচালনা—পিকলু নিয়োগী সঙ্গীত পরিচালনা—শিব কুমার শর্মা

মঞ্চ সজ্জা—গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী রূপসজ্জা ও আলো—সুকুমার সাহু

আবহ সঙ্গীত—মুরারী ভড়, বৃন্দাবন দে, মুরারী ধর ও সুনীল দত্ত

মঞ্চোপকরণ—কালিপদ মুখার্জী সহকারী—সুখেন্দু বোস

ব্যবস্থাপনা—অজিত দাস, বিষ্ণু চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, তাপস সেন ও এ আর বসুমল্লিক প্রচার—অশোক মাইতি

প্রথম অভিনয় রজনীর আলোকচিত্র সমূহ

রূপা ॥ …আমার যে কেউ নেই বাবু, আমি কার কাছে থাকব ?……

[পৃষ্ঠা ৫৫

নমিতা   সে কি, এখুনিই যাবেন কি ডাক্তারবাবু? অলোক না ফিরতেই যাবেন কি?   [পৃষ্ঠা ৩৯।

নিতাই ॥ আপনার বন্দুক সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না যে?   [পৃষ্ঠা ২৯।

অসিত ॥ তুমি কি বিকাশের সঙ্গে যাবে, না আমার সঙ্গে যাবে। [পৃষ্ঠা ৯১ ।

অলোক ॥ খুব ভাল লাগে।
রূপা ॥ তাহলে নীলাদ্রিং ছেড়ে যাবে কেন? [পৃষ্ঠা ২৫ ।
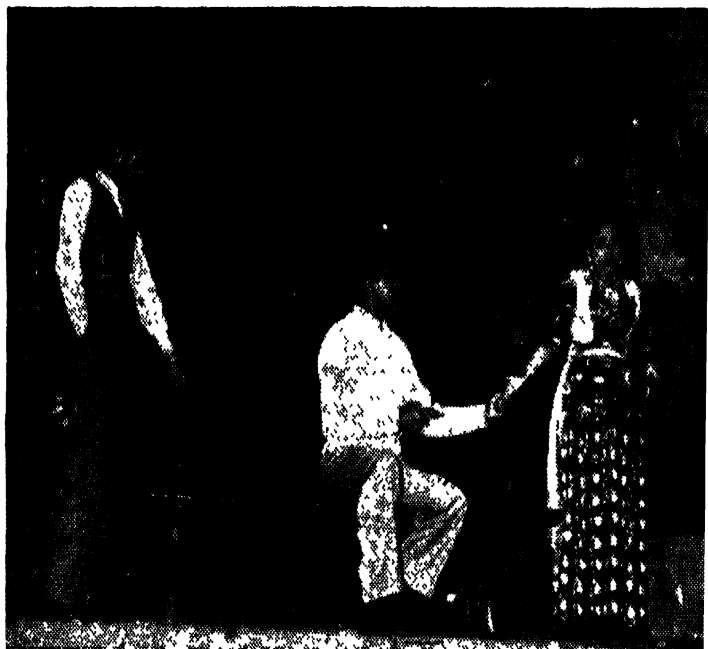
রূপা ॥ আর করবো না ডাক্তারবাবু ! [পৃষ্ঠা ২১ ।

আলোকচিত্র সমূহ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত

॥ প্রথম অংক ॥

[কার্শিয়াং থেকে কয়েক মাইল দূরে নীলাডিং একটি পাহাড়ী গ্রাম। এই গ্রামের কোন একটি সমতল জায়গায় অলোকের ঠাকুরদার তৈরী একটি বাংলো আছে। বাংলোটি এখানে বাঙালী বাড়ী নামে পরিচিত। এর সংলগ্ন একটি ছোট্ট ফুলবাগান। দেশীবিদেশী ফুলে ভর্তি এই বাগান। বাগানের গেট পার হয়ে এলেই সামনে পড়বে হ্যারিস সাহেবের তৈরী একটি পার্ক। সেখানে বসবার জন্যে কাঠের বেঞ্চ, কয়েকটা গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি পাতা আছে। পার্কটি বর্তমানে সুসজ্জিত না হলেও সেকালের সৌখীন হস্তের স্বাক্ষর বহন করে।

স্থানটির একদিকে ঘন জংগল, অন্যদিকে কার্শিয়াং যাবার পথ এবং সম্পূর্ণ পশ্চাৎভাগ পাহাড়। (মঞ্চের তিন-চতুর্থাংশ পার্ক এবং এক-চতুর্থাংশ বাঙালীবাড়ী ও সংলগ্ন ফুলবাগান নাটকের দৃশ্য)

কার্শিয়াং স্যানিটোরিয়াম থেকে সদ্য রোগমুক্ত অলোক, ডাক্তারের নির্দেশমত বাঙালী-বাড়ীতেই থাকে। তার সঙ্গে থাকে তার ঠাকুরদার আমলের নেপালী দারোয়ান জংসিং। জংসিং নিভুঁল বাংলা বললেও তার কথায় নেপালী টান কিছুটা পাওয়া যায়।

মঞ্চের পর্দা যখন সরে যায় তখন দেখা যায়, অলোক বিকেলের স্তিমিত আলোতে পার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। জংসিং তোজালী হাতে করে ফুলবাগানে কাজ করছে।]

অলোক। [কিছুক্ষণ বেহালা বাজাবার পর] জংসিং, জংসিং—

জংসিং। খোকাবাবু? আমাকে কিছু বলছ?

অলোক। কি অত বাগানে কাজ করছ, এখানে এসে বোস।

জংসিং। [মৃদু হেসে] রোজ একটু একটু করে কাজ না করলে বাগানে বহুত জংগল হয়ে যাবে খোকাবাবু।

অলোক। মোটেই জংগল নেই বাগানে।

জংসিং। গাছের নীচে ছোট ছোট ঘাস হয়েছে। মেরে না দিলে ফুলগাছ সব খারাপ করে দেবে।

অলোক। বেলা তিনটে থেকে কাজ করছ, আজ আর কাজ করতে হবে না।

জংসিং। তোমার কিছু দরকার আছে? খিদে পেয়েছে নাকি? দুধ বিস্কুট এখন দেব?

অলোক। না না বাপু, আর দুধ খাওয়াতে হবে না। তোমার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত।

জংসিং। ওকথা বললে কি চলে খোকাবাবু! তোমার যে ভারি অসুখ গেল, বেশি বেশি দুধ না খেলে গায়ে তাকত হবে কেমন করে? ছ' মাহিনার মধ্যে তোমাকে সুস্থ করতে না পারলে বড়বাবু আমার উপর গোস্সা হবেন।

অলোক। দু'বছর ধরে কার্শিয়াং স্যানিটেরিয়ামে অনেক খেয়েছি।

এখানে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে এসেছি। ওরকম ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়া খাওয়া না করে আমার কাছে এসে বোস।

জংসিং। আসছি হাত সাফা করে।

[জংসিং বাগান থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। জংগলের দিক থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠে গাওয়া অস্পষ্ট গানের সুর ভেসে আসে। অলোক সেদিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে সুরটিও বন্ধ হয়ে যায়। জংসিং এক গ্লাস ফলের রস নিয়ে পার্কে উপস্থিত হয়]

অলোক। [কৃত্রিম রাগ করে] আবার কি এনেছ?

জংসিং। দুধ আনিনি, ফলের রস।

অলোক। দাও। [এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নেয়] এবার নিশ্চিন্ত হয়েছ? তোমার জ্বালায় আমি পাগল হয়ে যাব।

জংসিং। তুমি ছোট্ট আছ খোকাবাবু। বুঝতে পার না তোমার কত ভাল ভাল জিনিষ খেতে হবে। যক্ষা রোগ সেরে যায় সত্যি কথা, কিন্তু শরীরের রক্ত সব শুকিয়ে দিয়ে যায়। ভগবানের দয়ায় সেরে গেছে। ছ'মাহিনা খুব সাবধানে না থাকলে আবার সেই রোগ এসে যেতে পারে।

অলোক। আচ্ছা জংসিং, আমার উপর তোমার এত মায়া কেন বল তো? আমার তো আরো ভাইয়েরা কলকাতায় থাকে, তাদের তো কোনদিন খোঁজও নাও না?

জংসিং। কি বলব খোকাবাবু, তোমার ঠাকুরদা যখন তোমাকে খুব ছোটবেলায় এখানে নিয়ে এসেছিল, তখন তুমি কারো কাছে যেতে না। যে কয়রোজ ছিলে, আমার কোলে চড়েই

ঘুরে বেড়াতে। পাহাড়ী জংলীফুল দেখলে তোমার সেটা চাই। আমিও পাগলের মত তোমার জন্যে এই নীলাডিং গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে বেড়াতাম। সেই থেকে তোমার উপর আমার কেমন মায়া হয়ে গেছে খোকাবাবু।

অলোক। আচ্ছা জংসিং, বছরের পর বছর এখানে পড়ে থাক, তোমার অসুবিধে হয় না?

জংসিং। এখানে না থাকলে আমার আরো অসুবিধা হবে। বুড়োবাবুর বানান এই বাঙালীবাড়ী, হ্যারিস সাহেবের বানান এই পার্ক আমার জীবনের সাথী হয়ে গেছে।

[পূর্বের মহিলা কণ্ঠের সুর আবার ভেসে আসে। অলোক এবং জংসিং হেসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সুরটি আবার বন্ধ হয়ে যায়]

অলোক। সত্যিকথা কি জান, আমি যতদিন সহরে কাটিয়েছি জীবনের কোথায় যেন শূন্য মনে হয়েছে। গান শেখবার পর শূন্যতা কিছুটা কেটে গিয়েছিল সত্যি, তবু মনটাকে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যেত দূর গ্রাম, দূর পাহাড়, দূর নদী। ভাবতাম, আমার গানের প্রকৃত সুর যেন হচ্ছে না। কোথায় যেন ছন্দপতন হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই একই গান, একই সুর রূপার গলায় যখন শুনি, মনে হয় রূপা যেন আমাকে দুনিয়ার বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে গাইছে। বিশ্বাস করতে পারি না ঐ গান আমার লেখা, আমার দেওয়া সুর।

জংসিং। রূপার মায়ের গলা আরো মিষ্টি ছিল। নেপালী হলে কি হবে, ওর মার গান শুনেই তো বাঙালী নিতাইবাবু রূপার

মাকে শাদী করেছিল। তোমাদের বাঙালী জাতটাকে কেন ভাল লাগে জান খোকাবাবু?

অলোক। কেন জংসিং?

জংসিং। গুনী আদমী দেখলেই আপনার করে নিতে জানে। মনে কর রূপার মা একটা নেপালী কুলীর মেয়ে ছিল। না ছিল ঘর, না ছিল পয়সা। কিন্তু সব ভুলে নিতাইবাবু নিজের জানানা করে নিল। চা-বাগানে কুলী খাটিয়ে নিতাইবাবু যা পয়সা পেত তাইতেই ফুর্তি করে থাকতো দুজনে।

অলোক। রূপার মা মারা যাবার পরই বোধহয় ওদের খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে, তাই না?

জংসিং। তা তো হবেই—নিতাইবাবুর বয়স হয়েছে, তাকত কমে গেছে। [একটু থেমে] খুব দুঃখ পেয়েছে নিতাইবাবু। আমাকে কত দিন বলেছে—যার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে দিলাম, সে-ই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আবার কোনদিন চোখের জল ফেলে বলেছে, রূপার জন্য বেঁচে আছি, না হলে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মরে যেতাম।…বেচারা বড় দুঃখী আদমী। [বাইরে তাকিয়ে] ঐ তো ডাক্তারবাবু আসছেন। আজ দেরী করে আসছেন, কার্শিয়াং ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। যাই, চায়ের জল চড়াই—

[জংসিং বাড়ীর ভেতর যায়। ডাক্তার প্রবেশ করে]

ডাক্তার। হ্যালো অলোক, হ্যালো অলোক…হাউ আর ইউ? আই অ্যাম লেট্ টু ডে। ডাজন্ট ম্যাটার, আই লাইক্ টু এন্‌জয় দি ইভিনিং অব নীলাডিং। [অলোকের কাছে এসে] ও—ইউ লুক্ ভেরী মাচ্ ফ্রেস্ টু ডে!

অলোক। আজকের বিকেলটা বেশ ভালোই লাগছে। বসে বসে জংসিং-এর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

ডাক্তার। ভেরী গুড্। গল্প জিনিষটা ভাল, তবে সঙ্গীটি যদি মনের মত হয়। তুমি একজন ইয়ংম্যান, জংসিং-এর মত বুড়ো লোক কতটা রেস্পন্সিভ্ সেটা চিন্তা করবার বিষয়।

অলোক। জংসিংএর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললেই বুঝতে পারবেন কি সুন্দর কথা বলে। পুরানো স্মৃতিগুলো চমৎকারভাবে চোখের সামনে নিয়ে আসে। ওকে ছাড়া কিন্তু বাঙালীবাড়ীর কোন অস্তিত্বই ভাবা যায় না।

ডাক্তার। মাই গুড্নেস্। দিস্ ইজ্ এ পোয়েটিক এট্মোস-ফেয়ার। মুখে ভাবের কথা, হাতে সরস্বতীর ইংলিশ বীণা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভেরী গুড্, ভেরী গুড্। তারপর কি রকম ফিল্ করছ?

অলোক। অনেক ভাল। আর কিন্তু ওষুধ খাবো না।

ডাক্তার। দিস্ ইজ্ ব্যাড মাইডিয়ার ইয়ংম্যান্। ওষুধটাকে ওষুধ মনে করলেই তার ওপর অশ্রদ্ধা জন্মায়। ট্যাবলেটগুলোকে ভাবতে হবে প্রকৃতির দেওয়া কোন সাদা সাদা শক্ত ফুল। যা না শুঁকে জল দিয়ে গলার ভিতর টুক্ করে ফেলে দিয়ে টুক্ করে গিলে ফেলতে হবে।

অলোক। ইনজেকসান্ আর কতগুলো চালাবেন? শরীরটাকে তো একেবারে ঝাঁঝরা করে দিলেন।

ডাক্তার। নো নো, দ্যাট ইজ নট ইনজেকশন। দ্যাট ইজ ইন-পিরেশন্। প্রকৃতির দু'একটা সৌন্দর্য দেখেই যখন তোমার তন্দ্রা আসবে, তখনই চাই ইনজেকসানরূপী ইন্সপিরেশন্।

সো মাই ডিয়ার আইডেল বয় গেট রেডি ফর দি সেম।

অলোক। আরেকটু পরে। অংশিং চা বানাতে গেছে, চা খেয়ে নিন, তারপর।

ডাক্তার। স্টাটস এ গুডস সাজেশন। চা খাওয়াটা আমি থি্রলিং মনে করি। যতক্ষণ চা খেতে থাকি ততক্ষণ আমার মনে হয়, চা খাওয়া শেষ হলেই আমাকে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে সরু গুহার মধ্য দিয়ে যেতে হবে দুর্গ জয় করতে। কিন্তু মাই বয়, যখনই খাওয়া শেষ হয়ে যায়, তখনই যেন কি রকম নর্মাল হয়ে যাই।

অলোক। আপনি যে প্র্যাকটিক্যাল লোক, তা বুঝতে পেরেছি যেদিন আমার গান গাওয়া বন্ধ করেছেন।

ডাক্তার। তোমাকে গাইতে নিষেধ করেছি বলে আমি সংগীত অপছন্দ করি ভেবো না। আই লাইক ইট ভেরী মাচ। আমি নিজেও এক সময়ে যথেষ্ট সাধনা করেছি গানের। কিন্তু প্লাট বেরসিক, আই মিন মাই বিলাভেড সহধর্মিনী, হু হাজ ব্রোকেন মাই হারমনিয়াম এ্যাণ্ড ওয়ান পেয়ার অব তানপুরাজ বাই হার ব্রুটালিজম। সংগীতচর্চা নাকি চরিত্রহীনতার লক্ষণ। তার থিওরী হচ্ছে—সংগীত এ্যাকম্পানিজ ওয়াইন এ্যাণ্ড ওম্যান।

অলোক। আমার খুব আশ্চর্য লাগে। এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে যে সংগীত অপছন্দ করে!

ডাক্তার। আমার বাড়ী যদি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আছে। মেয়েটাকে নাচের স্কুলে দিয়েছিলাম নাচ শিখতে। সেখান থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনলো। যাত্রা নাচ

শেখে,' তারাই নাকি বাঈজী হয়। ইনটলারেবল কনজারভেটিভ ওম্যান'।

অলোক। সত্যিই আপনি যদি সংগীতের পূজারী হন, তাহলে স্ত্রীর সামান্য আপত্তিতে নিজের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন কেন?

ডাক্তার। তার জন্য আমি তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। এমন দিনও গেছে যেদিন আমি তাকে দু'তিনবার দুষ্টু মেয়েলোক বলেছি।' শুনে অনেক চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু মাইডিয়ার বয়, আই অ্যাম এ্যাফ্রেড অব কান্নাকাটি। সো আই গেভ আপ দ্যাট সংগীতচর্চা!

[জংগলের দিক থেকে একটি ইটের টুকরো ডাক্তারের সামনে পড়ে]

ডাক্তার। একি, ইট মারছে কে? [হাত দিয়ে তুলে] যে মারছে সেও বোধ হয় সংগীতচর্চার বিরোধী। প্রকৃতির সংগে তার অহি-নকুল সম্পর্ক।

অলোক। [হেসে] না, যে মারছে সে প্রকৃতির পূজারী।

[আবার ইটের টুকরো পড়ে]

ডাক্তার। না, না এ কোন প্রি এ্যারেঞ্জ জিনিষ মনে হচ্ছে। আইদার তোমার কোন হিতাকাঙ্খী যে আমাকে বধ করে তোমাকে ইন্‌জেকসনের হাত থেকে বাঁচাতে চায়, অথবা আমার গৃহিনী জাতীয় পদার্থ, যে সংগীত কলার নাম শুনে পুনঃ পুনঃ ইষ্টকাদি ক্ষেপন করছে।

অলোক। খুব সম্ভব রূপা।

ডাক্তার। রূপা? ছাট সেমি নেপালী গার্ল?

অলোক। জংগলে কাঠ কুড়োচ্ছে বোধ হয়। আপনি এখানে রয়েছেন বুঝতে পারেনি। বড় হ'লে কি হবে,. ছেলেমানুষী বুদ্ধি এখনও যায়নি।

ডাক্তার। বাট আই কাণ্ট টলারেট হার ছেলেমানুষী। হার ছেলেমানুষী মে ইনজিওর মাই হেড এ্যাণ্ড ব্রেক ইওর হৃদয় টু—হাঃ-হাঃ-হাঃ—! মেয়েটাকে খুব মনের মত পেয়েছো তাই নয়?

অলোক। হ্যাঁ খুব ভাল লাগে ওকে।

ডাক্তার। ছাটস দি হ্যাবিট অফ এ ইয়ংম্যান। ভেরী গুড ভেরী গুড। বি কেয়ারফুল অফ ইওর পিতৃদেব। হি মে এ্যাক্ট লাইক এ জেট বম্বার। [একটু ভেবে] এই ছাখো কথায় কথায় একেবারে ভুলেই গেছি। তোমার বাবার একটা চিঠি পেয়েছি আজ সকালে।

অলোক। কি লিখেছেন?

ডাক্তার। নমিতা বলে কোন একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে পড়তো, সে এবং তার স্বামী তোমাকে দেখবার জন্যে আজ কার্শিয়াং এসে পৌছুবে। আমাকে লিখেছেন, তাদের সঙ্গে করে কার্শিয়াং থেকে তোমার কাছে পৌছে দিতে।

অলোক। কার্শিয়াংয়ে এসে থাকবে কোথায়?

ডাক্তার। তোমার বাবার চিঠিতে যা বুঝলাম তাতে তোমার এখানেই থাকবার কথা। ওর স্বামীর নাকি দার্জিলিং-এ কি কাজ আছে। আমি কিন্তু বাড়ীতে বলে এসেছি,—ওরা এলে রাত্রিতে আমার বাড়ীতেই থাকবে। কাল সকালে আমি ওদের পৌছে দিয়ে যাবো।

অলোক। আপনার বাড়ীতে ওসব ঝামেলা করবার কি দরকার ছিল।

ডাক্তার। ভেবে দেখলাম দুদিনের ট্রেন জার্নি করে আসবে। ক্লান্ত শরীরে পাহাড় ঠেঙ্গিয়ে এখানে আসা সম্ভব নয়।

অলোক। খুব আশ্চর্য লাগছে আমার। কার্শিয়াং স্যানিটোরিয়ামে যতদিন ছিলাম একটা খোঁজও নেয়নি। অথচ—

ডাক্তার। হ্যাটস ব্যাড মাইডিয়ার বয়। বিবাহিতা মেয়েরা স্বাধীন নয়। [জংসিং এক কাপ চা এনে ডাক্তারকে দেয়] একি এক কাপ চা কেন?

জংসিং। খোকাবাবুকে দেবো?

ডাক্তার। একশোবার দেবে।

জংসিং। কোনও ক্ষতি হবে না তো?

ডাক্তার। ক্ষতি হবে! চা খেলে মরা মানুষ জ্যান্ত হয় জান?

জংসিং। [হেসে] আচ্ছা নিয়ে আসছি।

[জংসিং চা আনতে চলে যায়]

ডাক্তার। সঙ্গীটি ভালোই পেয়েছো। একধারে গার্জিয়ান, ডাক্তার এবং বন্ধু।

অলোক। পুরেনো গল্প করতে খুব ভালো বাসে। একবার যদি বলি জংসিং বলোতো আমি ছোটবেলায় কি করতাম? ব্যাস তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেল মহাভারত।

ডাক্তার। গল্প বলাটা একটা আর্ট। ওটা আবার সবাই পারে না। ঠাকুরদার স্ত্রী সম্প্রদায় ওটা ট্রেড সিক্রেট করে রেখেছে।

[জংসিং চা এনে অলোককে দেয়]

অলোক। [চা খেতে খেতে] জংসিং কাল সকালে কোলকাতা থেকে এক দিদিমণি আর তার স্বামী আসছেন। হয়তো আমাদের এখানে কিছুদিন থাকবেন।

জংসিং। খুব ভালো হবে খোকাবাবু। পেছনদিকের ঘরটায় থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। খাওয়া দাওয়া একটু অসুবিধা হবে। কোলকাতার মত মাছ তরকারি তো এখানে পাওয়া যায় না। তা হোক কার্শিয়াং থেকে আমি সব জিনিষ নিয়ে আসবো।

অলোক। জংসিং। বেহালাটা নিয়ে যাও।

[জংসিং বেহালা নিয়ে চলে যায়]

ডাক্তার। অলোক, তুমি গিয়ে আর একটা গরম জামা পরে এসো। খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা লাগছে।

অলোক। যাচ্ছি। আজ ইনজেক্‌সনটা কি না দিলেই নয়?

ডাক্তার। বেশ, যখন বলছো, তখন আজকের দিনটা মাপ ক'রে দেওয়া গেল। কাল থেকে কিন্তু—

অলোক। সিওর। কাল থেকে মোটেই আপত্তি করবো না।

[অলোক বাড়ীর ভিতর চলে যায়। ডাক্তার পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বার করে দেখতে থাকে। রূপা নামে একটি মেয়ে জংগলের দিক থেকে পা টিপে এসে, ডাক্তারকে অলোক ভেবে, পিছন দিক থেকে, দু'হাত দিয়ে তার চোখ দুটো চেপে ধরে]

ডাক্তার। কে? এই, এই—[রূপা খিল খিল করে হাসতে থাকে] কে—রে—বাবা! [হাত দিয়ে রূপার হাতের চুড়ি স্পর্শ করে]

মহিলা বলে মনে হ'চ্ছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ভূতুড়ে কাণ্ড না কি?

[ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে রূপা বুঝতে পারে অন্য লোক। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে দিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে যায়]

রূপা। ডাক্তারবাবু আপনি?

ডাক্তার। [কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে] ইয়েস! তোমার সাহস তো কম নয়।

রূপা। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম—

ডাক্তার। অলোক! ইট ছুঁড়ছিলে কেন?

রূপা। আপনার গায়ে লেগেছে? আমি ভেবেছিলাম—

ডাক্তার। অলোক! ওর মাথাটা কি লোহা দিয়ে তৈরী না কি?

[রূপা একপা, দু'পা করে পিছিয়ে পালাবার চেষ্টা করে]

ডাক্তার। দাঁড়াও পালাবার চেষ্টা করো না। এগিয়ে এসো এই দিকে। [রূপা একটু এগিয়ে আসে] আরো এসো—[রূপা ডাক্তারের কাছে আসে] তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও।

[ডাক্তার বড় একটা সিরিঞ্জ বার করে]

রূপা। [ভয়ে] আমি আর করবো না ডাক্তারবাবু, আর করবো না। [চেঁচিয়ে অলোককে ডাকতে থাকে] বাবু—বাবু—

[অলোক ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়]

অলোক। কি হয়েছে রূপা?

রূপা। ডাক্তারবাবু আমাকে ইনজেকসন দিচ্ছে, শীগগির এসো বাবু!

ডাক্তার। চুপ! হাত মেলে ধরো এই দিকে।

রূপা। [হাত মেলে ধরে অশ্রুসিক্ত নয়নে] আর করবো না ডাক্তারবাবু!

[আলোক হাসতে হাসতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়]

আলোক। ডাক্তারবাবু ওকে ছেড়ে দিন, রূপা আর কোনও দিন ইট ছুঁড়বে না।

ডাক্তার। ঠিক?

রূপা। ঠিক।

ডাক্তার। আচ্ছা ওকে ছেড়ে দিতে পারি একটা সর্তে। ও যদি আমাকে একটা গান শোনায়।

আলোক। নিশ্চয়ই শোনাবে। রূপা ডাক্তারবাবুকে একটা গান শুনিয়ে দাও।

রূপা। [চোখ মুছে] কি গান শোনাবো?

আলোক। "নীল আকাশের তলায় তলায়।"

[রূপা গান ধরে]

নীল আকাশের তলায় তলায়,
দূর পাহাড়ের টিলায় টিলায়,
শেষ আলোটি ছড়িয়ে দিয়ে
আঁধার আনে কে?
এলো রাত্রি, ঘুমায় পৃথিবী
সোনার কাঠির পরশ দিয়েও জাগবে নাকি?

ডাক্তার। [হেসে] না, আর ইন্‌জেকশন দেব না। লক্ষ্মী মেয়ে, সুন্দর গান করে।

অলোক। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে দেখছেন না?

ডাক্তার। আবার ভয় কিসের? বললাম তো আর ইনজেকসন দেবো না। এখনও ভয় আছে নাকি?

[রূপা হেসে মাথা নেড়ে 'ভয় নেই' জানায়]

ডাক্তার। ফাটস গুড। আমি তাহলে চলি অলোক। ওরা যদি আজ আসে, কাল সকালে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

অলোক। [বাড়ীর দিকে চেয়ে] জংসিং, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন, একটু এগিয়ে দাও।

জংসিং। [বাড়ীর ভেতর থেকে] আসছি ডাক্তারবাবু।

[জংসিং এসে ডাক্তারের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে বাইরের দিকে চলে যায়]

রূপা। কি হয়েছিল জান বাবু?

অলোক। কি?

রূপা। তুমি মনে করে, ডাক্তারবাবুর চোখ টিপে ধরেছিলাম পেছন থেকে।

অলোক। তাই নাকি? সেইজন্যেই তো ডাক্তারবাবু ইনজেকসন দিতে চেয়েছিলেন। তারপর, আজ কতগুলো কাঠ কুড়োলে?

রূপা। বেশি কাঠ কুড়োইনি। বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে বলেছে, শরীর খুব খারাপ।

অলোক। আজ সকালে একবারও আসনি যে?

রূপা। কাঠ বিক্রী করতে কার্শিয়াং গিয়েছিলাম।

অলোক। কত পেলে?

রূপা। এক টাকা।

অলোক। এক টাকায় তোমাদের দু'জনের খরচ চলে?

রূপা। হ্যাঁ।

অলোক। শহরের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ী-ব্লাউজ পরতে ইচ্ছে করে না?

রূপা। ইচ্ছে করলে কি হবে? শাড়ী-ব্লাউজ কিনতে যে অনেক টাকা লাগে। [একটু থেমে] আমার বাবা যখন কুলী খাটাত তখন আমাকে সুন্দর লাল রংয়ের শাড়ী কিনে দিয়েছিল।

অলোক। তোমাকে যদি কেউ টাকা দেয় তাহলে কিনবে না?

রূপা। অন্য লোক টাকা দিলে নেবো কেন?

অলোক। নিজের লোক যদি দেয়?

রূপা। নিজের লোক তো বাবা, সে তো বুড়ো হয়ে গেছে।

অলোক। আর কাউকে নিজের লোক মনে হয় না?

রূপা। না।

অলোক। আমাকে?

রূপা। ধ্যাৎ, তুমি তো শহরের লোক।

অলোক। তাতে কি হয়েছে?

রূপা। শহরের লোক কখনও নিজের লোক হয়?

অলোক। তাহলে রোজ দু'বেলা আমার কাছে আস কেন?

রূপা। তোমার কাছে আসতে ভাল লাগে, তাই আসি। জান বাবু, তোমাকে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পাই।

অলোক। [হেসে] তাই নাকি? কি দেখ?

রূপা। তুমি নীলাডিং-এর উঁচু পাহাড়টার কোলে গাছের সঙ্গে লতা আর শালপাতা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছ। আমি ঘরের মধ্যে জংলী ফুল দিয়ে খুব সাজিয়ে দিয়েছি।

অলোক। আর কিছু দেখনি ?

রূপা। না। [হঠাৎ মনে পড়ায়] হ্যাঁ—অন্য একদিন খুব মজার জিনিষ দেখেছি। একজন পরদেশী এসে তোমার ঘরটা ভেঙ্গে দিয়েছে। তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ। তাই দেখে আমি বাবার বড় ভোজালিটা দিয়ে তার হাতটা কচ করে কেটে ফেলেছি। তার হাত থেকে খুব রক্ত পড়ছে। সেই রক্ত গড়িয়ে গিয়ে ঝর্ণার জলের সঙ্গে মিশে সব জল লাল হয়ে গেছে।

অলোক। তুমি স্বপ্নে যা দেখ, আমি সত্যি সত্যিই তাই ভাবি।

রূপা। তুমি কি ভাবো বাবু ?

অলোক। আমি জংলীফুলের একটা বাগান করেছি। তুমি মালিনী হয়ে সেই বাগানের টকটকে লাল ফুল দিয়ে আমার জন্যে একটা মালা গাঁথছ।

রূপা। বাবু, তুমি খুব ফুল ভালবাস, তাই না ?

অলোক। কেমন করে বুঝলে ?

রূপা। সব সময় ফুলের কথা বল—তাই !

অলোক। হ্যাঁ, তবে জংলীফুল।

রূপা। তোমার জন্যে আমি রোজ জংলীফুল তুলে নিয়ে আসবো। তোমার বাঙ্গালী বাড়ী ভাল করে সাজিয়ে দেবো।

অলোক। তুমি এলে আর জংলীফুলের দরকার হবে না।

রূপা। কেন বাবু ?

অলোক। তুমিই তো সুন্দর জংলীফুল।

রূপা। [খুশী হয়ে] কেউ যদি শহরের ফুল এনে দেয়, তাহলে জংলীফুলটাকে কি করবে?

অলোক। শহরের ফুলটাকে দূরে রেখে জংলীফুলটাকে আরো কাছে টেনে নেবো।

রূপা। [দুষ্টুমির হাসি হেসে] আমার কাছে কিন্তু শহরের ফুলই ভাল লাগে।

অলোক। কোন ফুল?

রূপা। যে ফুল শহর থেকে এনে জংগলে লাগিয়েছে।

[দু'জনে জোরে হেসে ওঠে]

রূপা। বাবু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

অলোক। করো। [রূপা চুপ করে থাকে] কি হোল বল—

রূপা। তুমি কবে চলে যাবে?

অলোক। শরীর ভাল হলেই চলে যাব। কেন বল তো?

রূপা। [অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে] নীলাডিং তোমার ভাল লাগে না?

অলোক। খুব ভাল লাগে।

রূপা। তাহলে নীলাডিং ছেড়ে যাবে কেন?

অলোক। চাকরী করতে হবে না? সারাজীবন বাবার টাকায় বসে বসে খেলে চলবে?

রূপা। তুমি এখানেই থাক বাবু।

অলোক। কেন তুমি আমার সংগে কোলকাতায় চল না? ওখানে ভাল নাচ গান শিখতে পারবে। কত নাম হবে তোমার।

রূপা। না বাবু আমি নীলাডিং ছেড়ে যাব না। আমার নাম

পয়সা কিছু চাই না। আমি শুধু চাই তুমি এখানে থাক।

অলোক। আমার যা অসুখ হয়েছিল তাতে সমস্ত মনের জোর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে রূপা। বাড়ীর আদুরে ছেলে হলেও স্বাধীনতা আমার নেই।

রূপা। ঠিক বলেছ বাবু, তোমরা বড়লোক, আমাদের মত কষ্ট করে তোমরা থাকবে কি করে?

অলোক। [হেসে কাছে গিয়ে] তোমার কাছে আমি হেরে গিয়েছি রূপা। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

রূপা। [হেসে] মিছে কথা বলছ—

অলোক। সত্যি বলছি। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমার পাশে থাকব।

[জংগলের দিক থেকে রূপার বাবা নিতাইয়ের গলা শোনা যায়—"রূপা রূপা"—]

রূপা। বাবা আসছে, দেখ একটা মজা করি। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে, তুমি কিছু বলো না।

[রূপা দৌড়ে গিয়ে একপাশে লুকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ নিতাই প্রবেশ করে]

নিতাই। এই যে অলোকবাবু, রূপাকে দেখেছেন?

অলোক। কেন, কি হয়েছে?

নিতাই। কি পাগলী মেয়ে বলুন তো! আমাকে খেতে দিয়ে কাঠ কুড়োতে এসেছে। নিজের খাবার কিছু খায়নি, অমনি ঢাকা পড়ে আছে। রোজ বলি এত দেরী করে খেলে অসুখ করবে—তা কিছুতেই শুনবে না।

অলোক। সে কি, এখনও খায়নি!

নিতাই। সেই সকালে চা-মুড়ি খেয়ে কার্শিয়াং গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে কিছুই খায়নি।

[রূপা পেছন থেকে এসে লাফ দিয়ে নিতাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে]

নিতাই। এই দেখুন কি দস্যি মেয়ে। ছাড় ছাড়। পড়ে যাব যে। বড় হয়ে গেছিস, বুড়ো বাবার পিঠে চড়লে লোকে কি বলবে।

[রূপা ছেড়ে দিয়ে অলোকের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে]

অলোক। সারাদিন খাওনি কেন রূপা ?

নিতাই। বলুন তো ওকে। রোজ এই রকম অনিয়ম করবে। আমি কিছুই কাজ করতে পারি না। অকর্মন্য হয়ে ঘরে বসে থাকি। ও যদি অসুখে পড়ে যায়, কি করে পেট চলবে বলুন তো ?

অলোক। রূপা তুমি বাবার কথা না শুনে অন্যায় করেছ। যাও এখুনি বাড়ী গিয়ে খেয়ে নাও।

রূপা। বাবু, তুমিও আমাদের সংগে আমাদের বাড়ী চলো। এখনও তো সন্ধ্যে হতে দেরী আছে।

অলোক। কিন্তু জংসিং এখনও ফেরেনি যে।

রূপা। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অলোক। তাহলে আমার আপত্তি নেই। তোমরা হাঁটতে থাকো, আমি আসছি।

[অলোক বাড়ীর ভিতরে যায়]

নিতাই। বাবুকে যে যেতে বললি,—বাড়ীতে খাবার কিছু আছে তো ?

রূপা। তোমার জন্য যে চারটে আপেল এনেছি, তার থেকে দুটো বাবুকে খেতে দেবো।

নিতাই। [খুশী হয়ে] তাহলেই হবে। ঘরটা খুব ময়লা হয়ে আছে, তুই যা, আগে গিয়ে টুলটা পরিস্কার করে রাখ। আমি বাবুকে নিয়ে আসছি।

[রূপা চলে যায়]

[পেছন থেকে চেঁচিয়ে] ময়লা বিছানাটা তুলে একপাশে সরিয়ে রাখিস।

অলোক। [ঘরের মধ্য থেকে] রূপা, তোমরা নীচের পাহাড়টায় আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি মুখ হাতটা ধুয়ে আসছি।

নিতাই। রূপাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি অলোকবাবু। আমি আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।

অলোক। আচ্ছা।

[অন্যদিক থেকে শংকর নামে এক যুবক এবং সুখিয়া নামে একজন সহকারী শ্রমিক প্রবেশ করে। সুখিয়ার কাঁধে একটা থলে। তার মধ্যে দু'একটা মরা পাখী দেখা যায়]

শংকর। আরে নিতাই, তুমি তো বেশ সুস্থই আছ দেখছি। শুনেছিলাম তুমি নাকি শয্যাশায়ী হয়ে ঘরে পড়ে আছ।

নিতাই। প্রায় সেইরকমই শংকরবাবু। বহুদিন পর আজ বাইরে বেরিয়েছি।

শংকর। তা হঠাৎ বাঙ্গালী বাড়ীতে কি মনে করে?

নিতাই। রূপাকে খুঁজতে এসেছিলাম।

শংকর। পেয়েছ?

নিতাই। হ্যাঁ। বাড়ী চলে গেছে। আমি অলোকবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি। উনি আমার সংগে আমাদের ঐ দিকেই যাবেন। আপনি হঠাৎ অবেলা করে এই দিকে?

শংকর। তোমাদের নীলাডিং-এ পাখী শিকার করতে এসেছিলাম।

নিতাই। দু'টো মেরেছেন দেখছি!

শংকর। পাখী দুটো নীলাডিং-এর নয়। আমাদের কাল্‌টি চা বাগানের।

নিতাই। আপনার সখের তারিফ করতে হয়। অতদূর থেকে মোটরগাড়ীর পেট্রোল পুড়িয়ে নীলাডিং-এ পাখী শিকার করতে এসেছেন!

শংকর। পাহাড়ী পাখীর স্বাদ ভালো হয় সেইজন্যই কষ্ট করে আসা।

নিতাই। পাহাড়ী পাখী মারা খুব শক্ত।

শংকর। তা অবশ্য কিছুটা বুঝতে পেরেছি। দশ বারোটা ফায়ার করলাম একটাও ফেলতে পারলাম না। তবে কার্তুজ না ফুরালে শেষ পর্যন্ত একটা না একটা ফেলতামই।

নিতাই। আপনার বন্দুক সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না যে?

শংকর। গাড়ীতে রেখে এসেছি। [সুখিয়াকে] বন্দুকটা ভালো করে রেখে এসেছিস তো?

সুখিয়া। জি হাঁ, সীট কে নীচা রাখ দিয়া।

নিতাই। আমি যাই শংকরবাবু।

শংকর। শোন নিতাই, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম, ভেবে দেখেছ ?

নিতাই। ভাববার কিছু নেই শংকরবাবু, যেরকম চলছে, সেই রকমই চলুক।

শংকর। তাই কখনও হয় ? তুমি বুড়ো হয়ে গেছো ? রূপা কাঠ বিক্রী করে ক'টা পয়সাই বা পায় ? কাল্টিবাগানে আমার বাবা ম্যানেজার। আমি বললেই বাবা রূপাকে চা পাতা তোলার কাজে নিয়ে নেবে। এখন যা রোজগার করছে তার তিনগুণ বেশী রোজগার করবে।

নিতাই। রূপা নিজে আপত্তি জানিয়েছে।

শংকর। কেন ?

নিতাই। ও বলেছে আপনার চালচলন্ ওর ভাল লাগে না।

শংকর। [গম্ভীর হয়ে] ঠিক আছে। তোমাদের ভালোর জন্যই বলছিলাম। রাজী না-হও না হলে। তবে আমার চালচলন একটা কুলীর মেয়ের শিখতে কাছে রাজী নই।

নিতাই। কুলীর মেয়ে হলেও ওর ইজ্জত আপনাদের বাড়ীর মেয়েদের মত। আপনাদের বাগানে রূপাকে কাজ দেবার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে তা রূপার বুঝতে বাকী নেই।

শংকর। তাই নাকি! আজকাল অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছ দেখছি। তা, কেউটের লেজে খোঁচা দিলে কি হয় জানো তো ?

নিতাই। আপনাকে তো আগেই বলেছি, পাহাড়ী পাখী মারা খুব শক্ত। ফাঁকা আওয়াজে ঝপ্ ঝপ্ করে পড়ে যায় না।

শংকর। এত যে ইজ্জতের বড়াই করছ, রূপাকে যদি জোর করে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাই, কি করতে পারো আমার ?

নিতাই। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না? ওর শরীরে ওর মায়ের রক্ত আছে, যে ইজ্জতের জন্যে দু'জন বাঙ্গালীবাবুকে খুন করেছিল!

শংকর। [নরম হয়ে] আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা আমার উপর একটা খারাপ ধারণা করে বসে আছ কেন? তোমার স্ত্রী মারা যাবার পর তোমাদের যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে। সেই কথা ভেবেই রূপাকে কাল্‌টি চা বাগানে কাজ করতে বলেছিলাম।

নিতাই। আপনাদের বাগানে মেয়ে-কুলীদের ওপর আপনাদের অত্যাচারের কথা জানতে কারো বাকী নেই। পেটের জন্য দিনের বেলা ওরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, রাত্রে যখন বিশ্রাম করতে যায়, তখনই আরম্ভ হয় আপনাদের অত্যাচার। আপত্তি করলে গুষ্ঠি সমেত বাগান থেকে উচ্ছেদ করেন।

শংকর। এ সব কথা তোমাকে কে বলেছে?

নিতাই। গতমাসে আপনাদের বাগানে সাঁওতাল কুলীরা ধর্মঘট করেছিল কেন?

শংকর। সে ওদের কাজ নিয়ে কি গোলমাল হয়েছিল।

নিতাই। মিথ্যে কথা! একটি সাঁওতাল মেয়েকে আপনি তার বিয়ের রাত্তিরে বন্দুক দেখিয়ে জোর করে বাংলোতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নিয়ে কুলীরা যখন বাংলো ঘিরে ধরেছিল, তাদের ওপর আপনি বেপরোয়া গুলি চালিয়েছিলেন।

শংকর। ঠিক আছে, এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাই না।

নিতাই। সেটা খুব ভাল কথা। তবে একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, দয়া করে আমাদের ভাল মন্দ দেখবার জন্যে আপনি

কষ্ট করে নীলাডিং-এ আর আসবেন না। পাখী শিকারটা কার্শিট চা বাগানেই করবেন।

[নিতাই জংগলের দিকে চলে যায়]

সুখিয়া। নিতাই পহলে এইরকম ছিল না বাবু। অলোকবাবুর জন্যে বেড়ে গেছে। হাম শুনা হ্যায় ও বাবু বহুত রূপিয়া দেতা হ্যায়, বহুত খানা দেতা হ্যায়।

শংকর। হুঁ। অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতলটা কোথায়!

সুখিয়া। [ব্যাগ থেকে বার করে] এই যে।

শংকর। ঠিক মিশিয়েছিস তো ?

সুখিয়া। একদম পাক্কা কাম কিযা।

শংকর। ঠিক আছে, ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখ। কাজ হবে তো ?

সুখিয়া। কি বলছেন বাবু, ধুতরোর বীচি আছে! মুখে লাগালে খতম!

শংকর। অলোকবাবুর সামনে যখন চাইবো, তখন বার করে দিবি। [সুখিয়া বোতলটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়] খবরদার, কেউ যেন জানতে না পারে। একটি লোকও যদি জানতে পারে, তাহলে বন্দুকের গুলিতে তোর মাথার খুলি আগে উড়িয়ে দেব।

সুখিয়া। কই নাহি জানেগা বাবু।

[অলোক গরম পোষাক পরে ঘর থেকে বাইরে আসে]

অলোক। শংকরবাবু, আপনি কতক্ষণ হ'ল এসেছেন ?

শংকর। এসেছি একটু আগে।

অলোক। আমাকে না ডেকে চুপকরে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

শংকর। নিতাইয়ের মুখে শুনলাম, আপনি এখুনি বেরোবেন, তাই আর ডাকিনি।

অলোক। তারপর খবর কি বলুন?

শংকর। আপনি তো আমাদের ওখানে যাবেন না। আমিই এলাম খোঁজ নিতে।

অলোক। মানে অতদূর যেতে ঠিক সাহস হয় না। শরীরটা তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি।

শংকর। আপনাকে তো আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো না। গাড়ীতে বসবেন, বোঁ করে নিয়ে যাব।

অলোক। যাব একদিন। আপনার বাবা মা ভালো আছেন?

শংকর। হ্যাঁ। মা আপনার কথা রোজ বলেন—পাহাড়ে ছেলেটা একলা একলা পড়ে থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে আসিস না কেন? আলাপ পরিচয় করে ঘরের ছেলের মত হয়ে যাক। মা'তো জানে না যে আমি যেদিনই আসি সেদিনই যেতে বলি, কিন্তু ছেলেটা আর যায় না।

[দু'জনে হাসতে থাকে]

অলোক। এবার নিশ্চয়ই একদিন সময় করে মাসিমা মেসোমশায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসবো।

শংকর। আজ তো ধরতে গেলে মা'র তাড়নায় নীলাডিং-এ আসা। [সুখিয়াকে] সুখিয়া অরেঞ্জ স্কোয়াসটা বার কর। [সুখিয়া থলে থেকে বোতল বার করে শংকরের হাতে দেয়] আপনার জন্যে মা নিজে হাতে এই অরেঞ্জ স্কোয়াসটা বানিয়েছেন। আমি আপত্তি করেছিলাম—এই সামান্য জিনিষ অলোকবাবুকে

দেওয়ার কোন মানেই হয় না। মা শুনেই আমার উপর চটে গেছেন।

অলোক। কেন?

শংকর। আপনি নাকি ঘরের ছেলে, তাই মা'র দেওয়া কোন জিনিষই আপনার কাছে সামান্য নয়। নিজেদের গাছের কমলালেবু, এ জিনিষ নাকি আপনার লোককেই দিতে হয়।

অলোক। আমার মা বেঁচে থাকলেও বোধ হয় একই কথা বলতেন।

শংকর। এই নিন। খেয়ে কেমন লাগল, মাকে জানাতে বলেছেন।

অলোক। [বোতলটা নিয়ে] মাসিমা নিজে হাতে বানিয়েছেন, ভাল নিশ্চয়ই লাগবে। তবে কি জানেন এই দু'বছর ধরে আঙ্গুর আর কমলালেবুর রস খেতে খেতে একেবারে ডিসগাষ্টেড্ হয়ে গেছি।

শংকর। ঠিক, এই কথাই মাকে আমি বলেছিলাম।

অলোক। না—না মাসিমার হাতে বানান জিনিষ আমি নিশ্চয়ই খাব। [সুখিয়াকে] সুখিয়া, তুমি বোতলটা আমার ঘরে রেখে দিয়ে এসো তো ভাই।

[সুখিয়া বোতল নিয়ে বাড়ীর ভেতর যায়]

জংসিংটাও নেই। আপনাদের যে এক পেয়ালা চা খাওয়াবো তারও উপায় নেই।

শংকর। আর চা খেয়ে দরকার নেই। গাড়ীতে ফ্লাস্ক ভর্তি চা রয়েছে। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। সারাদিন পাখীর পেছনে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আমি পার্কে বসে কিছুটা রেষ্ট নিই।

অলোক। আমি নীচের পাহাড়ে যাব। এর মধ্যে জংসিং এসে

যাবে মনে হয়। কিছু দরকার হ'লে ওর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

শংকর। ঠিক আছে, আপনি যান।

[অলোক জংগলের দিকে যায়। সুখিয়া ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

[সুখিয়াকে] বোতলটা ভালোভাবে রেখেছিস তো? পড়ে ভেঙ্গে টেঙ্গে না যায়।

সুখিয়া। টেবিলের উপর আচ্ছাসে রাখ দিয়া।

শংকর। শোন, আমি কিছুদিনের মধ্যে এখানে আর আসবো না। তুই এসে খোঁজ নিয়ে যাবি কি হোল।

সুখিয়া। জি হাঁ।

শংকর। এই নিতাই আগে ভিজে বেড়ালের মত থাকত। অলোকবাবু এখানে আসবার পরই ওর সুর পাল্টে গেছে।

সুখিয়া। মালুম হোতা হ্যায় অলোকবাবু রূপাসে পেয়ার করতা হ্যায়।

শংকর। [ধমক দিয়ে] চুপ কর! [বিকৃত করে] পেয়ার করতা হ্যায়!

সুখিয়া। হাম নাহি বোলা? কোই কোই আদমী বোলতা হ্যায়।

শংকর। পেয়ার আমাকে শেখাসনি। শহরের ছেলেদের পেয়ার আমি জানি।

[অন্যদিক দিয়ে জংসিং "খোকাবাবু খোকাবাবু" বলে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে। তার পেছনে

ডাক্তার, নমিতা এবং নমিতার স্বামী বিকাশ। জংসিং এবং বিকাশের হাতে দুটো সুটকেশ]

জংসিং। খোকাবাবু, খোকাবাবু—[শংকরকে দেখে] শংকরবাবু ভালো আছেন? বাবুর সাথে দেখা হয়েছে?

শংকর। হ্যাঁ, তোমার বাবু এইমাত্র নীচের পাহাড়ে গেলেন।

জংসিং। ঠিক রূপাদের বাড়ী গেছে। [সবাইকে] আসুন আসুন, পার্কে সুস্থ হয়ে বসুন। [বিকাশকে] আমার হাতে সুটকেস দিন।

ডাক্তার। চায়ের জল চাপিয়ে দিও জংসিং।

জংসিং। এখুনি করছি ডাক্তারবাবু। শংকরবাবু, বসুন, চা খেয়ে যান।

[জংসিং সুটকেশ নিয়ে বাড়ীর ভিতর যায়। নমিতা এবং বিকাশ ঘুরে ঘুরে পার্কের সৌন্দর্য দেখতে থাকে]

শংকর। আচ্ছা। সুখিয়া, গাড়ীতে গিয়ে বোস।

[সুখিয়া চলে যায়]

ডাক্তার। [শংকরকে] আপনি তো কাণ্টি বাগানে থাকেন?

শংকর। হ্যাঁ। আমার বাবা বাগানের ম্যানেজার।

ডাক্তার। অলোকের সঙ্গে আলাপ আছে?

শংকর। খুব। এতক্ষণ তো তার সঙ্গে কথা কইছিলাম।

ডাক্তার। আপনাকে একলা বসিয়ে চলে গেল? কাল একসঙ্গে দু'টো ইনজেকসান চালিয়ে দেব।

শংকর। [হেসে] তাতে কি হয়েছে? আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম, এখুনি বাগানে ফিরে যাব।

ডাক্তার। আমার হয়েছে বিপদ। সকলের সঙ্গেই নতুন আলাপ। তবুও আসুন এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে নমিতা, অলোকের সঙ্গে পড়তো। নমিতার স্বামী বিকাশ।

[সবাই নমস্কার বিনিময় করে]

নমিতা। কি সুন্দর জায়গা! কাকাবাবু আমাকে কতদিন বলেছেন, আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি এত সুন্দর হবে।

ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে রাত্তিরটা থেকে এলে কি এখানকার সৌন্দর্য নষ্ট হ'য়ে যেত? মহিলাদের উপর এই জন্যেই আমার রাগ হয়, কথা বললে কিছুতেই শুনবে না।

নমিতা। এখানে তো আছি কিছুদিন। একদিন গিয়ে খুব করে খেয়ে আসব।

বিকাশ। অলোক বেরিয়েছে, শরীর তাহলে ভালই আছে মনে হচ্ছে।

ডাক্তার। হ্যাঁ, আগের চাইতে অনেক ভালো। আমিই ওকে একটু একটু করে ঘুরে বেড়াতে বলেছি।

নমিতা। তাহলে দেখুন কটায় ফেরে আবার। ওকে ছোটবেলা থেকেই তো জানি, কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে সহজে ফিরতে চায় না। বিশেষ করে সেই জায়গায় যদি ঘাসফুল আর ডোবার জল জাতীয় কিছু পায়।

[সকলে হেসে ওঠে]

ডাক্তার। ওর জীবনের মূল সূত্রটাই জান দেখছি।

নমিতা। জীবনের সূত্র কিনা জানিনা। তবে ওর অভ্যেসগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

বিকাশ। আমাদের অফি:সব ডেপুটি ডিরেক্টারের স্ত্রী কিন্তু ঠিক এই রকম। ফুল ভীষণ ভালবাসে। আমি তার জন্যে একবার চেকোশ্লোভাক থেকে "ফলো মি" গোলাপের চারা আনিয়েছিলাম।

নমিতা। [শংকর:কে] অলোক কি আপনার সঙ্গে শিকাবে বেবোয নাকি ?

শংকর। না। আমি অলোকবাবুকে বহুদিন বলেছি, কিন্তু রাজী হন না।

নমিতা। যা ভীতু ছেলে।

ডাক্তাব। ঠিক ভীতু বোধহয নয়। মনটা নরম তাই বোধহয রাজী হয় না।

নমিতা। আপনি বাঘ শিকার করেন ?

ডাক্তার। খুব সম্ভব নয়। কারণ ওনারা মর্ডান শিকারী তো! মনে কিছু কর:লেন না তো ?

[সবাই হাসে]

শংকর। সত্যিকথাই বলেছেন। বাঘ কখনও শিকার করিনি।

বিকাশ। আমাদের অফিসের নতুন ডিরেক্টর এসেছেন, তিনি দুর্দান্ত শিকারী। এখনও তাঁর বাড়ীতে তাঁর শিকাব করা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ছবি আছে। আ:মি কাল দার্জিলিং যাচ্ছি। ওখানকার বড় সাহেব আমার প্রিভিয়াস বস। আপনি যদি শিকার করতে চান তাহলে আমার সঙ্গে কাল যেতে পারেন। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

শংকর। আমি নিজের এ্যারিয়া ছাড়া বাইরে কোথাও যাই না।

ডাক্তার। হুঁ, বুঝতে পেরেছি বাঘের নাম শু:নেই হয়ে গেছে। মনে কিছু করলেন নাতো ?

[আবার সবাই হেসে ওঠে]

শংকর। না না।

[জংসিং ট্রেতে করে চা নিয়ে আসে]

ডাক্তার। এইতো চা এসে গেছে। চাটা শেষ করেই ছুটতে হবে।

নমিতা। সে কি, এখুনিই যাবেন কি ডাক্তারবাবু? অলোক না ফিরতেই যাবেন কি?

ডাক্তার। অলোকের ভরসায় থাকলে আমার আর ফেরা হবে না আজকে।

নমিতা। না ফিরলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার। রোজ রাতে কম করে কুড়ি পঁচিশজন করে পেসেন্ট দেখতে হয় বুঝছ?

জংসিং। খোকাবাবুকে ডেকে নিয়ে আসবো?

ডাক্তার। না না ডাকতে হবে না। ও ঠিক সময়েই আসবে, আমি চলি।

জংসিং। আপনাকে এগিয়ে দেবো নাকি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। কিছুই দরকার হবে না। তুমি বরং এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। [যেতে যেতে ঘুরে এসে শংকরকে বলে] আপনার তো গাড়ী আছে, আমাকে কার্শিয়াং-এ একটু ছেড়ে দিয়ে আসুন না? মনে কিছু করলেন না তো?

[সবাই জোরে হাসতে থাকে]

শংকর। না না, মনে করবার কি আছে? চলুন।

ডাক্তার। চলি তাহলে বিকাশ এ্যাণ্ড ডিসঅবিডিয়েন্ট নমিতা।

নমিতা। কাল নিশ্চয়ই একবার আসবেন।

ডাক্তার। সিওর।

[ডাক্তার ও শংকর চলে যায়। জংসিং কাপগুলো নিয়ে বাড়ীর ভিতরে যায়]

নমিতা। কি চমৎকার লোক এই ডাক্তার বাবুটি। এবার বুঝতে পারছি, অলোকের অসুখ কি করে এত তাড়াতাড়ি সেরে গেছে।

বিকাশ। বড়লোকের ছেলের অসুখ, দামী দামী ওষুধের জন্য তো ভাবতে হয়নি।

নমিতা। আমার মনে হয় ঠিক ওষুধই বোধ হয় ওকে সারায়নি।

বিকাশ। তবে কি ঝাড়ফুঁক করে সারিয়েছে?

নমিতা। ডাক্তারের ব্যবহার, কথাবার্তা নিশ্চয়ই ওর অসুখের অর্ধেকটা সারিয়েছে। এত উঁচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে এলাম, অথচ ওনার মজার মজার কথার জন্য এতটুকু কষ্ট হয়নি।

বিকাশ। ঠিক আমাদের অফিসের বড় সাহেবের মত। ভদ্রলোকের যথেষ্ট সেন্স অফ হিউমার আছে। জান এখানে আসবার দুদিন আগে একটা পার্টির ডিলে ইন্ পেমেন্টের ব্যাপারে বড় সাহেব আমাকে ডাকিয়েছিলেন। প্রথমটা তো বেশ গম্ভীর ভাবে দেরী করে পেমেন্ট করবার ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তারপরই হিউমার করে বললেন, "পেমেন্ট ফাইলটাকে আপনার কেপ্ট করে রেখেছেন কেন?"

নমিতা। দার্জিলিং-এর কাজ শেষ হতে তোমার কতদিন সময় লাগবে?

বিকাশ। দিন দশ বারো লাগবে মনে হয়। কেন বলতো?

নমিতা। এখানে কিছুদিন থেকে গেলে হয় না?

বিকাশ। বেশ তো, যদি অলোকের আপত্তি না থাকে, তুমি থাক। আমার পক্ষে দশ বারো দিনের বেশি থাকা মুস্কিল।

নমিতা। সিক রিপোর্ট কর না? কাল তো ডাক্তারবাবু আসবেনই, আমি না হয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের কথা বলব।

বিকাশ। তুমি ঠিক আমাদের লেডি টাইপিষ্টের মত কথা বল। কথায় কথায় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট! এখানে থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে স্পেশাল অফিসারটির। আমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করে না।

[জংসিং ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়]

জংসিং। দিদিমণি, আপনারা ঘরে এসে কিছু খেয়ে নিন।

নমিতা। অলোক না আসতেই?

জংসিং। বাবুব জন্যে দেরী করে লাভ নেই। কখন আসে ঠিক নেই। আপনারা খেতে থাকুন আমি না হয গিয়ে ডেকে নিয়ে আসছি।

বিকাশ। চল খেয়েই নিই। খিদেও লেগেছে খুব।

[জংসিং, নমিতা এবং বিকাশ বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়। জংগলের দিক থেকে অলোক এবং রূপা প্রবেশ করে]

রূপা। ঘরের মধ্যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, জংসিং ফিরেছে মনে হচ্ছে।

অলোক। কিন্তু আপেল দু'টো যে আমাকেই খাইয়ে দিলে, তুমি খাবে কি?

রূপা। আমার জন্যে তো আনিনি। বাবার শরীর খারাপ, তাই তার জন্যে এনেছিলাম।

অলোক। তোমারও খাওয়া উচিত রূপা। সারাদিন এত পরিশ্রম কর, নিজে না খেলে দুদিন বাদে তোমারও অসুখ করবে।

রূপা। তোমাদের মত আমাদের অসুখ হয় না। আমরা পাহাড়ী মেয়ে।

অলোক। তোমাকে একটা কথা বলব, শুনবে?

রূপা। শুনবো, বল।

অলোক। শুনেই কিন্তু না করতে পারবে না।

রূপা। [হেসে] আচ্ছা শুনবো, বল।

অলোক। আমাকে শংকরবাবুর মা এক বোতল কমলালেবুর রস পাঠিয়েছেন। ওটা তুমি নিয়ে গিয়ে খাও।

রূপা। শংকরবাবু বদমাইস লোক, ওর জিনিষ আমি খাব না বাবু।

অলোক। এই তো—! কথা শুনবে বলে শুনছো না। আমি তোমাকে খেতে দিচ্ছি, শংকরবাবুর সঙ্গে কি?

রূপা। তোমাকে একজন খেতে দিয়েছে, সেটা আমাকে কেন দিচ্ছ?

অলোক। আমার ও জিনিষ খেতে আর ভালো লাগে না। একজন সখ করে দিয়েছে সেটা নষ্ট করাও ঠিক নয়।

রূপা। আচ্ছা দাও।

অলোক। এইতো বাধ্য মেয়ে। [চেঁচিয়ে] জংসিং জংসিং—

[বাড়ীর ভিতর থেকে জংসিং উত্তর দেয়—"খোকাবাবু এসেছো"?]

অলোক। শোন, ঘরে একটা অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতল আছে নিয়ে এসো।

[জংসিং ভিতর থেকে উত্তর দেয়—"আচ্ছা"]

রূপা। আপেল দুটো খেয়েছ তাই তার শোধ দিচ্ছ, না?

অলোক। না, না, তা হবে কেন! আমি তো তোমাকে কত জিনিষই দিতে চাই, তুমিই তো নাও না। অথচ তুমি যা কিছু হাতে করে এনেছো আমি কোনদিনই আপত্তি করিনি নিতে।

[জংসিং বোতলটা নিয়ে আসে]

জংসিং। এটাই তো খোকাবাবু?

অলোক। হ্যাঁ। [বোতল নিয়ে রূপাকে দেয়] এই নাও।

জংসিং। দিদিমণিরা এসে গেছেন।

অলোক। এর মধ্যে?

জংসিং। ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে মালপত্র রেখে নিজেরাই নীলাডিং-এ চলে আসছিলেন। আমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

অলোক। ডাকো এখানে।

জংসিং। খেতে দিয়েছি। খাওয়া শেষ হলে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[জংসিং বাড়ীর ভিতর যায়]

রূপা। আমি যাই বাবু।

অলোক। নমিতার সঙ্গে আলাপ করে যাও।

রূপা। না আমার লজ্জা লাগে।

অলোক। লজ্জা কিসের?

রূপা। না, যাই বাবু, কাল আবার আসব।

অলোক। শোন, একটা গান করে নমিতাকে অবাক করে দাও।

রূপা। আমার চেয়ে দিদিমণি অনেক ভালো গান জানে।

অলোক। কে বলল তোমায়?

রূপা। আমি জানি শহরের মেয়েরা ভালো গান করে।

অলোক। নমিতা গান জানতো ঠিকই, তবে তোমার মত ভাল নয়।

রূপা। আমার গান শুনে কিছু বলবে না তো?

অলোক। কি বলবে? বরং খুশী হবে। গাও—

রূপা। কোন গান করবো?

অলোক। যেটা তোমার মন চায়।

[রূপা গান করে]

"পরদেশী আমার ঘরে গান শুনে যাও,
বুলবুলির কথা, পাপিয়া সুরে গাঁথা
আকাশ পানে ভাসিয়ে দেবে
মন যদি গো দাও।"

[গান শেষ হবার একটু আগে নমিতা বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ায়। গান শেষ হ'লে পার্কে অলোকের কাছে আসে]

নমিতা। ছাত্রীটি ভাল পেয়েছ অলোক। নিখুঁত গানটা তুলেছে। তবে ঠিক এই সময় ঐ গান ওকে দিয়ে শোনানোর ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না।

অলোক। ও নিজের ইচ্ছায় গেয়েছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গাইতে বলিনি।

নমিতা। তুমি তো জানো, গানটার ওপর আমার দুর্বলতা আছে।

অলোক। ছাড় ওসব কথা। বিকাশ কি করছে? ডাকো এখানে।

নমিতা। বিশ্রাম করছে।

অলোক। রূপার সঙ্গে আলাপ কর। ও কিন্তু শহরের লোকের কাছে ভীষণ লজ্জা পায়।

নমিতা। শহরের বিশেষ লোকের কাছে কিন্তু মোটেই পায় না।

অলোক। তা ঠিক, আমার কাছে ও মোটেই লজ্জা পায় না। [হেসে] আমার শরীরের বীজানুর ভয়ে কিন্তু দূরেও চলে যায় না।

নমিতা। তোমার কাছ থেকে আঘাত পাওয়া কথা আমি শুনতে আসিনি। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।

অলোক। বেশ তো দেখ। কিন্তু রূপার সঙ্গে আলাপ করছো না কেন?

নমিতা। [রূপাকে] এটা ছাড়া আর কতগুলো বাংলা গান জানো?

রূপা। যা জানি সবই বাংলা গান।

নমিতা। কার কাছে শিখেছ?

রূপা। মার কাছে দু'টো; বাকীগুলো বাবু শিখিয়েছে। আমি এখন যাই বাবু!

অলোক। খাওয়া দাওয়ার আর অনিয়ম করবে না তো?

রূপা। [হেসে] না।

অলোক। কাল এসে দিদিমণিকে আরো গান শুনিয়ে যেও। শোনো, অরেঞ্জ স্কোয়াসটা খেয়ো কিন্তু—

রূপা। আচ্ছা, আমি যাই দিদিমণি!

[রূপা অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতলটা হাতে নিয়ে চলে যায়। নমিতা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে]

অলোক। কি দেখছো?

নমিতা। দেখছি আমার ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতিচ্ছবি।

অলোক। একটুখানি পার্থক্য আছে।

নমিতা। কি?

অলোক। আগে ছিল একই ঘরে দুই ঘরামী, যারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিয়ে কোন রকমে দাঁড় করিয়েছিল একটা ঘর, যা একটু দমকা হাওয়া লাগতেই চুরমার হয়ে গেল। এখন একজন ঘরামী—আর একজন মালিনী। একজনের কাজ ঘর বাঁধা, আরেকজনের কাজ ফুল দিয়ে ঘর সাজান।

নমিতা। সেই ঘরই যে ভেঙে পড়বে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

অলোক। তবে সহজে ভাঙবে না মনে হয়। কারণ ভিতটা যার হাতে তৈরী, চালাটাও তারই হাতের।

নমিতা। ঘরামীর মনের এই দৃঢ়তা কিন্তু আগে কখনও দেখিনি।

অলোক। সেটা উপলব্ধি করার ভুল।

[বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

বিকাশ। কি হে কবি, কেমন আছো? তোমার পক্ষে জায়গাটা ভালই হয়েছে।

অলোক। এসো এখানে। বিশ্রাম করছ শুনে ডাকিনি।

[বিকাশ পার্কে অলোকের কাছে আসে]

বিকাশ। শরীর তো বেশ ভালোই আছে শুনলাম। এবার ফিরে চলো কোলকাতায়।

অলোক। কোলকাতায় ফিরে যাবার মতো এখনও ভাল হইনি।

বিকাশ। দিব্যি এ পাহাড় সে পাহাড় করে বেড়াচ্ছ—আবার ভাল হওনি কি বলছ?

অলোক। সে খবর নেওয়া হয়ে গেছে?

বিকাশ। জংসিং নিয়ে আসবার সময় দেখিয়েছিল, খোকাবাবু এ পাহাড়ে বসে গান লেখেন, ঐ পাহাড়ে গানের সুর দেন, সে পাহাড়ে বেহালা বাজান, নীচের পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখেন—

অলোক। [হেসে] কিছদিন এখানে থেকেই দেখ না, তোমাকেও আমার মত সংগীতচর্চা যদি না ধরতে হয় তো কি বলেছি।

নমিতা। [ঠাট্টা করে] তবেই হয়েছে। ওর সংগীতচর্চা শুনলে পাহাড়গুলো সব আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাবে।

বিকাশ। শুনলে তো অলোক। এইভাবে ও আমাকে সব সময় নিরুৎসাহ করে দেয়।

অলোক। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ও কিন্তু পরোক্ষভাবে তোমাকে উৎসাহিত করছে।

নমিতা। রক্ষে কর অলোক, এখুনি হয়তো গান শোনাতে চাইবে।

অলোক। শোনাক না, ক্ষতি কি? জীবনের জয়গান যে সবসময় শ্রুতিমধুর হয় তার কোন মানে নেই।

বিকাশ। দাঁড়াও দাঁড়াও। ডায়লগ্‌টা একটু দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে—'জীবনের জয়গাম!' কি সাংঘাতিক কথা! মারাত্মক এ্যাটাক্! দেখ অলোক, কবিদের আমি শ্রদ্ধা করি তখনই যখন তাদের কবিতার মানে বুঝতে পারি। আমি ওসব লিরিক্যাল কথা

বুঝি না বলে সেই সুযোগ নিযে তোমরা আলাদা একটা দল পাকাও তাহলে আমি এক্ষুণি দার্জিলিং রওনা হয়ে যাবো।

নমিতা। যাও না, কে না করেছে?

বিকাশ। যেতাম কিন্তু জানি রাগের পরেই আসে অনুরাগ, তাই আজকের রাত্তিরটা থেকেই গেলাম।

নমিতা। অসভ্য!

শ। 'অসভ্য' তুমি যতো ইচ্ছে বলতে পারো, কারণ ওতে আমার হৃদযে আলোড়ন জাগায়।

অলোক। এই কথাগুলি কি প্রাইভেটলি বলাই ভাল নয়?

বিকাশ বিয়ে তো করলে না—'অসভ্য' কথার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝবে? আমার তো মনে হয় এক একটা 'অসভ্য' এক একটা আধুনিক কবিতা।

অলোক। আধুনিক কবিতার ইণ্টারপিটেশন্‌টা ভালই করেছ। তারপর হঠাৎ দার্জিলিংএ কি দরকাব হয়ে পড়ল?

বিকাশ। স্পেশাল অফিসারের অর্ডার। নতুন স্কীমের প্ল্যান করে দিতে হবে। আমাদের অফিসে ঐ তো হচ্ছে বিপদ। যে যত কাজ করবে তার ঘাড়েই তত বেশি কাজ।

অলোক। এত কাজের লোক, অথচ নিজের বিয়েতে বন্ধুকে একটা খবরও দাও নি।

বিকাশ। আমি জানতাম এ অভিযোগ আমাকে শুনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি আমি তার জন্যে ক্ষমা চাইতে পারি। কিন্তু বন্ধুত্বটা আমার চাইতে নমিতার সঙ্গে তোমার বেশি ছিল। এক পাড়ায় থাকতে, এক সঙ্গে পড়তে। আমি ছিলাম বে-পাড়ার মুখচেনা বন্ধুমাত্র। চিঠিটা আমার চেয়ে নমিতার কাছ

থেকেই বেশি আশা করতে পার।

অলোক। তোমরা না জানালেও কিন্তু আমি স্যানিটোরিয়ামে শুয়ে শুয়ে খবর ঠিক পেয়েছি। থাক ওসব কথা। কোলকাতার খবর কি বল?

বিকাশ। কোলকাতার খবরের মধ্যে নিরঞ্জন বিলেত গেছে কি একটা পরীক্ষা দিতে। অমিয় একটা মোট্‌কা মেয়েকে বিয়ে করেছে। সঞ্জয় পা দু'টো উঁচু করে ইংলিশ চ্যানেল পার হবে বলে, রোজ কলেজ স্কোয়ারে আটঘণ্টা ধরে পড়ে থাকে। সনৎবাবু ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙে বছর খানেক থেকে জেল খাটছে। আর বিকাশ নমিতাকে পারমানেণ্টলি অর্ধাঙ্গিনী করে নিয়েছে।

নমিতা। থাক্ আর রসিকতা করতে হবে না।

বিকাশ। আপত্তি করলে মোটেই করব না। যাই ভেতরে গিয়ে অফিসের কাজগুলো করি গিয়ে।

নমিতা। তাই যাও।

অলোক। কি মুস্কিল, আমি তো তোমাকে যেতে বলিনি, তুমি বোস।

বিকাশ। অনেক কাজ আছে। আজ সেরে না রাখলে ডিস্ট্রিক্ট অফিসের লোকের কাছে অপদস্ত হতে হবে। বড় সাহেব আবার আগেই ট্রাংকল করে ওদের জানিয়ে দিয়েছে—একজন এ্যাফিসিয়েণ্ট অফিসার পাঠান হচ্ছে।

অলোক। তা হ'লে তোমার এফিসিয়েন্সীতে হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

বিকাশ। এই স্পিরিটটুকু যদি নমিতার থাকতো অলোক, তাহ'লে আমি এতদিন ডিরেক্টার হয়ে যেতাম।

অলোক। নমিতার সেই স্পিরিট নেই বলতে চাও?

বিকাশ। কোনদিন তো দেখিনি। অফিসটাকে ও বরাবরই ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ বোঝে না অফিসই হচ্ছে জীবনের একটা বিগ প্ল্যাটফরম্।

নমিতা। তোমাব উচিৎ ছিল, তোমার অফিসের কোন লেডি টাইপিষ্টকে বিয়ে করা।

বিকাশ। অলোক বুঝতে পারছ, নমিতা কিরকম সেন্টিমেন্টাল মেযে।

অলোক। তোমাদেব আমি এক মিনিট সময দিযে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখতে চাই তোমবা তরল হ'যে গেছ।

বিকাশ। দেখা যাক চেষ্টা কবে। আমাব অন্তবে যদি ওর স্পর্শ পেযে থাকে, আমাব ভালবাসা যদি আমাদেব অফিসের ধ্রুববাবু এবং ডলিসেনেব মত হ'যে থাকে—

নমিতা। [হেসে] থাক, এখুনি অজস্র ভুল বেবিযে যাবে। আর কবিত্ব করে কথা বলতে হবে না।

বিকাশ। [হেসে] কি মনে হচ্ছে অলোক? কিছুটা ঠাণ্ডা করেছি কি না? যাও তুমি ঘুরে এসো। বাকীটুকু তোমার অনুপস্থিতিতে করাই উচিৎ।

অলোক। নিশ্চযই নিশ্চযই। আমি আবার বিযে করেনি তো, তাই ওসব বুঝি না।

[অলোক হাসতে হাসতে বাড়ীর ভেতর যায়]

বিকাশ। [হেসে] বুঝতে আবার পার না! গোপনে কত কি কাণ্ড করেছ, কে খবর রাখে! [নমিতার কাছে গিয়ে] কি গো, বাকীটুকু ম্যানেজ করতে হবে নাকি?

নমিতা। [সরে গিয়ে] না! আচ্ছা অলোকের সামনে বাজে বাজে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

বিকাশ। লজ্জা কিসের? উই আর ফ্রেণ্ডস্। অলোক তোমারও বন্ধু আমারও বন্ধু।

নমিতা। বন্ধু হলেও কোথায় কি বলতে হয়, সে জ্ঞানটুকু তোমার নেই।

বিকাশ। [গম্ভীর হ'য়ে] থাকত, যদি তোমার কাছ থেকে ক্লিয়ার আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং পেতাম। আজ দু'বছর হ'লো বিয়ে হয়েছে কিন্তু আজও তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

নমিতা। বোঝবার কোনদিনও চেষ্টা করনি।

বিকাশ। তোমার বাইরেটা দেখে ভেতরকার একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম। সেই.টই বোধহয় আমার বোঝার ভুল। যার জন্যে প্রতি পদে পদে তোমাকে মিষ্টি ব'লে মনে হয়।

নমিতা। আমি কিন্তু তোমাকে স্বচ্ছ সরলভাবে দেখতে পেয়েছি।

বিকাশ। বেশ তো বলনা শুনি। যদি কোন জায়গায় ব্যবধান থাকে সেটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করবো।

নমিতা। এর জন্য আমি তোমাকে কোনরূপ দোষারোপ করছি না। আমি বুঝতে পারি তুমি আমাকে সুখী করার জন্যে সব রকম চেষ্টাই কর। কিন্তু কেন যে আমি সুখী হতে পারি না সেইটেই আশ্চর্য।

বিকাশ। তুমি নিজেই যদি না বুঝতে পার যে তুমি কি চাও, তাহলে আমি কি বুঝব বল?

নমিতা। বলার কিছু থাকলে তো আগেই বলে দিতাম।

[অলোক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

অলোক। [দূর থেকে] জংসিং যা ফাষ্ট ক্লাস রান্না করছে। আমরাই ওগুলো খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। [কাছে এসে দু'জনকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে] এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

বিকাশ। [হেসে] না, ঘন মেঘ জমেছিল, তুমি হাওয়া হয়ে আসাতে আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তোমরা কথা বলো অলোক, আমি অফিসের কাজগুলো করি গিয়ে।

[বিকাশ বাড়ীর ভেতর যায়]

অলোক। [নমিতাকে হাল্কা করে] আমার মনে হয় নমিতা, দাম্পত্য-জীবনে একটু কলহ না থাকলে জীবনটা বোধহয় এক-ঘেঁয়ে হয়ে যায়, কি বল?

নমিতা। আচ্ছা অলোক, আগে যে তুমি ঘরামীর কথা বলেছিলে সে কারো ভাঙা ঘর সারিয়ে দিতে পারে না?

অলোক। হঠাৎ একথা?

নমিতা। বল না, পারে কি না?

অলোক। না।

নমিতা। তাহলে সে স্বার্থপর ঘরামী।

অলোক। হতে পারে।

নমিতা। যদি বোঝা যায়, একটা ঘর যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, তাকে আগে থেকেই ভেঙে ফেলা উচিৎ না, জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিৎ?

অলোক। তোমার কথার ঠিক মানে বুঝতে পারছি না নমিতা।

নমিতা। তোমার না বোঝার তো কিছু নেই। আমি জানি, আমি না বললেও তুমি অনেক কিছু বুঝতে পার।

অলোক। তোমার সম্বন্ধে আমি যা বুঝতে পারি, তার সীমারেখার বাইরে বোধহয় তুমি চলে গেছ।

নমিতা। ঠিক বুঝতে পেরেছ তুমি!

অলোক। কিন্তু কেন জানতে পারি?

[নমিতার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে]

নমিতা। বিকাশকে নিয়ে আমি সুখী নই।

অলোক। তোমার মুখ দিয়ে সে কথা শোভা পায় না। তুমি নিজে ইচ্ছে করে বিকাশকে বিয়ে করেছ।

নমিতা। একটা অজগর সাপ খিদের জ্বালায় শিংওয়ালা হরিণকে খেয়ে ফেলে। খাবার পর সে বুঝতে পারে শিং দু'টোর যন্ত্রণা।

অলোক। যতই যন্ত্রণা হোক শিংদু'টো তার পেটেই থেকে যায়। কোন রকমেই সেটা বাইরে বের করতে পারে না।

নমিতা। আমি জানি তুমি একথা বলবে, কারণ বিকাশ তোমার বন্ধু।

অলোক। ঠিক সেজন্য নয় নমিতা। তোমাকে চিরদিন সুখী করতে চেয়েছি। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি তুমি নিজের দিকটা এতো বেশি করে দেখেছ। যখন যাচাই করার পালা এলো, তুমি আমার জীবন থেকে সরে গেলে। ভাবলে ঘুণধরা অলোককে দিয়ে তোমার জীবনের কোন সাধই মিটবে না।

নমিতা। সেইটেই ভুল করেছি অলোক!

অলোক। ভুল করনি তুমি। ওটা তোমার অন্তরের প্রকাশ। হঠাৎ যখন ঝড় এলো, তখন আমার জীবন প্রদীপের সলতে না.

বাড়িয়ে দিয়ে, তুমি প্রদীপ নিভে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলে। আলাদা ভাবে বেছে নিলে তোমার পথ। কিন্তু প্রদীপ নিভ্‌লো না। ধিক্‌ধিক্‌ করে জ্বলতে থাকল।

নমিতা। তুমি যদি ভরসা দাও আবার আমি সল্‌তে বাড়িয়ে দেবো।

অলোক। রূপা সেটা বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এখন বাড়াতে গেলে প্রদীপের স্নিগ্ধতা নষ্ট হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলবে।

নমিতা। আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তাকে নেভাব কি করে?

অলোক। তোমাকে একটা অনুরোধ করছি নমিতা, বিকাশকে তুমি অসুখী করো না। ছেলেটা কোন দোষ করেনি।

নমিতা। ভাল করে একবার চেয়ে দেখ অলোক, বিবাহিতা হলেও আমি তোমার সেই আগের মতই রয়ে গেছি—

[চোখের জলে নমিতার গাল দু'টো ভিজে যায়। জংগলের দিক থেকে রূপার চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। অলোক সেই দিকে একটু এগিয়ে যায়। পরক্ষণেই রূপা ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে—"বাবু, বাবু"]

অলোক। কি হয়েছে রূপা?

রূপা। বাবাকে কমলালেবুর রস খেতে দিয়েছিলাম, খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আর কথা বলছে না।

অলোক। [চমকে] কি বলছ রূপা!

রূপা। [কাঁদতে কাঁদতে] হ্যাঁ বাবু, আমার মায়ের মত বাবাও

মরে গেল। আমি কার কাছে থাকব বাবু, কার কাছে থাকব?

অলোক। [উত্তেজিত হয়ে] তুমি আমাকে একবার কাণ্টি চা বাগানে নিয়ে যেতে পারো রূপা? শংকরবাবু আমাকে বিষ খেতে দিয়েছিল!

রূপা। [অলোককে ধরে] না—না, তুমি ওখানে যেও না বাবু, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। আমার যে কেউ নেই বাবু, আমি কার কাছে থাকব? কেন তুমি আমাকে ওটা খেতে দিলে? দেখবে এসো বাবা আর কথা, বলছে না—

[রূপার চোখে অবিরাম জলের ধারা নামতে থাকে]

অলোক। [রূপাকে কাছে টেনে নেয়] তুমি আমার কাছে থাকবে রূপা, আমাব কাছে……

[অলোকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। নমিতা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। পর্দা নেমে আসে]

॥ দ্বিতীয় অংক ॥

[দৃশ্য—প্রথম অংকের অনুরূপ। সময়—সকালবেলা। আজ নেপালীদের বসন্ত-উৎসব। সেই উপলক্ষে বাঙালীবাড়ী এবং পার্ক নানা রকমের রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো। পর্দা খুলতে দেখা যায় অলোক পার্কের বেঞ্চে বসে গল্পের বই পড়ছে। জংসিং এক কোণে বসে তখনও রঙীন কাগজের শিকলী, নিশান ইত্যাদি তৈরী করে চলেছে]

জংসিং। [অলোককে শোনাবার জন্যে একা একা বলে চলে] এবার বাঙালীবাড়ী যেরকম সাজানো হয়েছে, এরকম আর কোনদিনও হয়নি। বুড়োবাবুর সময় একবার হয়েছিল, তবে এরকম হয়নি। নেপাল থেকে নাচ-গান করবার লোক এসেছিল। তোমার কথা খোকাবাবু, এখানকার সবার মুখে মুখে ঘুরছে।

অলোক। [হেসে] তাই নাকি? কি বলছে ওরা?

জংসিং। বলছে—তুমি বাঙালী হয়ে নেপালীদের বসন্ত উৎসবে সাহায্য করলে, এরকম কেউ করে না। তোমার ঠাকুরদা একবার করেছিল। তুমি তার থেকেও বেশি করলে।

অলোক। কটা টাকাই বা দিয়েছি, তাইতেই এত কথা।

জংসিং। অনেক টাকা দিয়েছ। তোমার টাকায় নীচের পাহাড়টা কিরকম সাজিয়েছে, গেলেই দেখতে পাবে। সকাল থেকে

কত লোক আসছে যাচ্ছে। নেপালী ছেলে-মেয়েরা সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরেছে দেখে এসো গিয়ে।

অলোক। তুমিও তো নেপালী, তুমি তো বসন্ত উৎসবে সুন্দর কিছু পরলে না?

জংসিং। তুমি যে কি বল খোকাবাবু! এই উৎসব যোয়ানদের জন্য। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি কেন সুন্দর জামা-কাপড় পরব?

অলোক। কিন্তু তোমার মনটা তো এখনও যোয়ান আছে জংসিং।

জংসিং। তা ঠিক খোকাবাবু। এই উৎসব এলে আমি ভুলে যাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমিও হাত ধরে নাচি। ঠিক মনে হয় মাইলার সঙ্গে নাচছি।

অলোক। মাইলা কে?

জংসিং। একটা মেয়ে। আমার সঙ্গে সাদী হবার কথা ছিল।

অলোক। হোল না কেন?

জংসিং। ওর বাবা একজন পয়সাওয়ালা নেপালীর সঙ্গে ওর সাদী দিয়ে দিল।

অলোক। সেইজন্যে আর বিয়ে করলে না?

জংসিং। হ্যাঁ খোকাবাবু। সেইজন্যেই আর সাদী করিনি। এখন যেমন তুমি আর রূপা পাহাড়ে পাহাড়ে গান নাচ করে বেড়াও, আমি আর মাইলা ঠিক এইভাবেই ঘুরতাম। নীচের পাহাড়ে সিরিস গাছে কিছুটা কাটা আছে দেখেছ?

অলোক। হ্যাঁ দেখেছি।

জংসিং। মাইলার হাতের কাটা। ওকে মনে রাখবার জন্যে সাদীর রাত্তিরে ওখানে এসে কেটে দিয়েছিল। কি বছর বসন্ত উৎসব

এলে ঐ গাছটার কাছে আমি একবার যাই। গাছের ঐ কাটা জায়গায় সিঁদুর লাগিয়ে দিই। ভাবছি আজ একটা শিকলী আর নিশান লাগাব।

অলোক। বেশ তো চল না, আমি আর রূপা তোমার সঙ্গে যাই। তুমি গাছটাকে সাজিয়ে দাও, পাশে দাঁড়িয়ে আমি বাজাব আর রূপা বসন্ত উৎসবের গান গাইবে।

জংসিং। তোমরা কেন যাবে খোকাবাবু? যার বসন্ত ছেড়ে গেছে তার জায়গা ওটা। তুমি রূপাকে সঙ্গে নিয়ে নীচের পাহাড়ে যাও।

[রূপা বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। উৎসবে যোগ দেবার জন্যে দামী ঘাগরা, জামা, ওড়না, পায়ে নূপুর ইত্যাদি পরেছে। কপাল-ভর্তি চন্দনের টিপ। প্রথমটা দেখলেই মনে হবে বিয়ের কনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

রূপা। [দূর থেকে] বাবু—

[অলোক ঘুরে তাকাতেই রূপা লজ্জা পেয়ে নিজের হাতদুটো দিয়ে মুখটাকে ঢেকে রাখে]

অলোক। এখানে এসো, কিরকম সেজেছ দেখি।

রূপা। না বাবু, আমার লজ্জা লাগে।

অলোক। [হেসে] তাহলে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাক।

রূপা। [মুখ ঢাকা অবস্থায়] ঐ জংসিং বুড়োটা যে ওখানে আছে, ওকে ওখান থেকে যেতে বলো। তারপর আমি যাব।

জংসিং। পাজি মেয়ে, আমি তোর বাবার মত। আমাকে তোর লজ্জা কিসের? এদিকে আয়, আমিও দেখি কেমন সেজেছিস।

রূপা। তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি আগে ওখান থেকে যাও, তারপর আমি আসবো।

জংসিং। এখানে এসে বসন্ত উৎসবের গান নাচ একটু কর। আমি এত সুন্দর করে সাজিয়েছি—

রূপা। [মুখ থেকে হাত সরিয়ে] কই আর সাজিয়েছ? জংগল থেকে কয়েকটা গাছ কেটে লাগিয়ে দিয়েছ।

জংসিং। এই দেখ কত শিকলী, নিশান বানিয়েছি। আয় আয়—

রূপা। [আস্তে আস্তে জংসিংএর কাছে আসে] এই দেখ, বাবুর দেওয়া ঘাগরা পরেছি। মায়ের পায়ের নূপুর পরেছি, বাবার দেওয়া টিকলী লাগিয়েছি।

জংসিং। তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তো! ঠিক মনে হচ্ছে সাদী করতে যাচ্ছিস।

রূপা। [কৃত্রিম রাগে জংসিংএর পিঠে কিল মারতে থাকে] বদমাস বুড়ো, এইজন্যেই তো তোমার সামনে আমি আসতে চাইনি।

জংসিং। [নিজেকে বাঁচিয়ে] ওরে বাপরে বাপ, আর বলবো না, আর বলবো না।

[অলোক এবং জংসিং একসঙ্গে হেসে ওঠে]

অলোক। রূপা, তুমি একটা গান গাও।

রূপা। না, ঐ বুড়োটার সামনে আমি কিছুতেই গাইবো না।

অলোক। ওর সামনে গাইতে তোমার আপত্তি কেন?

রূপা। আমাকে রাগিয়ে দেয় কেন?

জংসিং। ঠিক আছে, আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দিদিমণির খাবার বানাতে বানাতে পাজি মেয়েটার গান শুনি।

[জংসিং রঙীন কাগজ নিয়ে বাড়ীর ভেতর যায়]

অলোক। এবার গাও।

[রূপা গান করে]

"হাওয়া দুরন্ত, ঐ এলো বসন্ত
এই আঙিনা ভরা তোমার—
ভোমরা জানে, কি নেশাটি আনে
পিয়াসী হৃদয় আমার।
ঝির ঝির চলে ঐ ঝরনা,
যেন পাহাড়ে পেতেছে ওড়না।
ঝরা ফুল বলে, পায়ে পায়ে দলে
নেই আজ কোন বেদনা—"

অলোক। এই গানটাই কিন্তু আজ নীচের পাহাড়ে সবাইকে শোনাবে।

রূপা। কেন, গানটা ভাল হয়েছে?

অলোক। শুধু ভাল নয়, খুব ভাল।

রূপা। তুমি যদি বল, গাইব। বাবু—

অলোক। কি রূপা?

রূপা। [মাথা নীচু করে] একটা কথা বলব।

অলোক। বল।

রূপা। আজ তো আমাকে তোমার কাছে যেতে বলছ না?

অলোক। আমি তো তোমাকে রোজ কাছে ডেকে নিই। আজকের দিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় না হয় এলে।

[রূপা অলোকের সামনে এসে দাঁড়ায়]

অলোক। তুমি কিছু বলবে আমাকে?

রূপা। [মাথা নীচু করে] না।

অলোক। আমাব মনে হচ্ছে, তুমি কিছু বলতে চাও। কিন্তু বলতে পারছ না।

রূপা। আমাকে ছেড়ে তুমি কোনদিন যাবে না তো?

অলোক। আজ হঠাৎ একথা বলছ কেন রূপা?

রূপা। নেপালী মেয়েরা আমাকে একথা বলেছে—আজকের দিনে একথা জিজ্ঞেস করতে হয়।

অলোক। কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না রূপা।

[নমিতাকে দরজায় দাঁড়ানো দেখা যায়]

রূপা। নীচের পাহাড়ে তুমি আমার কপালে একটা লাল টিপ পরিয়ে দেবে বাবু? আজকের দিনে ছেলেরা মেয়েদের পরিয়ে দেয়।

অলোক। কোন ছেলে-মেয়েরা?

রূপা। যেই ছেলে আর মেয়ে—আর বলব না বাবু, লজ্জা লাগে।

অলোক। [হেসে] আর বলতে হবে না তোমার। চল, নীচে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। [চেঁচিয়ে] জংসিং, আমরা যাচ্ছি—

[অলোক এবং রূপা জংগলের দিকে চলে যায়। নমিতা পার্কের বেঞ্চটায় এসে বসে। অন্যদিকে প্রবেশ করে শংকর]

নমিতা। আসুন শংকরবাবু, ওরা চলে গেছে নীচের পাহাড়ে।

[শংকর অভয় পেয়ে নমিতার কাছে আসে]

নমিতা। আমার চিঠি কবে পেয়েছেন?

শংকর। কাল বিকেলের ডাকে।

নমিতা। চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছি, ভেবে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছেন?

শংকর। আরো আশ্চর্য হয়েছিলাম, যেদিন আপনি চিঠি দিয়ে আমাকে জেলের হাত থেকে বাঁচবার উপায়টা জানিয়েছিলেন। সত্যিকথা, আপনার কথামত যদি বাড়ীর ঝিটাকে না ধরিয়ে দিতাম তাহলে আমার অব্যর্থ জেল হয়ে যেত।

নমিতা। অলোক কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও রূপা কিন্তু একটুও হয়নি। তাতে আপনার ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে।

শংকর। দেখুন, যখন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, পুলিশ ঘন ঘন আমাদের বাগানে এন্‌কোইরীতে যাচ্ছিল, তখন ভয় হয়েছিল অলোকবাবুকে নিয়ে। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নেই, অর্থের অভাব নেই। তিনি যখন শান্ত হয়ে গেলেন, তখন রূপার কাছ থেকে ক্ষতি হবার ভয় আমার মোটেই নেই। কারণ শিকার করতে গিয়ে নিশানা ভুল করে ওরকম অনেক কুলীদের মাথার খুলি আমার বন্দুকের গুলীতে উড়ে গিয়েছে।

নমিতা। রূপা কিন্তু এখন আর কুলী নেই। তার প্রমোশন হয়েছে।

শংকর। মানে বুঝতে পারলাম না।

নমিতা। এখন সে এই বাড়ীতেই থাকে। পেটের জন্যে তাকে আর কাঠ কুড়োতে হয় না।

শংকর। তাহলে কি পাহাড়ে যায় না?

নমিতা। যায়, অলোকের সঙ্গে। এখন পাহাড়ী জংগল ওদের সংগীত সাধনার জায়গা। ভোরবেলা সারাদিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সন্ধ্যের পর।

শংকর। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়েই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলা যায় কি বলুন?

নমিতা। আজ অবশ্য ওরা একটু আগেই ফিরবে। নীচের পাহাড়ে বসন্ত উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। তবে বিকেলের আগে ফিরছে না।

শংকর। বলুন, কি জন্যে আপনি ডেকেছেন?

নমিতা। অলোককে আপনি কেন বিষ দিয়েছিলেন, আমি জানি তার পেছনে আপনার কি উদ্দেশ্য ছিল।

শংকর। সেদিন ব্রিজের ওপর যখন দেখা হয়েছিল, তখনই তো আপনাকে বলেছিলাম, ক্ষণিকের উত্তেজনায় ওকাজ করে ফেলেছি।

নমিতা। তখন আপনার বাঁচার প্রশ্ন ছিল। এখন তো আর সে ভয় নেই?

শংকর। আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

নমিতা। আগে বলুন, আপনার বিপদের সময় অলোকের এ্যাকটি-ভিটিজগুলো আপনাকে জানিয়েছিলাম, তারজন্যে আপনি কৃতজ্ঞ কি না?

শংকর। একশবার।

নমিতা। এবার যদি আমি আপনার কাছ থেকে কিছু আশা করি তাহলে কি আশ্চর্য হবেন?

শংকর। বলুন কি করতে পারি?

নমিতা। রূপাকে আপনি অলোকের কাছ থেকে সরিয়ে নিন।

শংকর। রূপার ওপর আমার সেই আগের মত মোহ আর নেই।

নমিতা। [গম্ভীর হয়ে] মোহ নেই আমি জানি। তবে আপনার যা আছে, তা যে কোন মেয়েই আপনার চোখ দুটো দেখে বলে দিতে পারে। অবশ্য এতটা নেকেট্‌লি বলা আমার উচিৎ নয়। কিন্তু আপনার ভণ্ডামীর কথা শুনে না বলে পারলাম না।

শংকর। আপনার কথা মত যদি আমি রূপাকে সরিয়েই নিই, তাহলে আপনার কি লাভ হবে?

নমিতা। লাভ আছে।

শংকর। শুনিই না একবার। আপনার কাছে যখন আমি কৃতজ্ঞ, তখন আপনার কাজ আমি নিশ্চয়ই করব। তবুও একবার আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

নমিতা। আপনার কাজ যখন করে দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে এত কৈফিয়ৎ নিতে যাইনি।

শংকর। কাজ করে দেবার প্রতিশ্রুতি আমি অনেক আগেই দিয়েছি। শুধু আমার জানতে হবে, আপনার কি লাভ?

নমিতা। [একটু চুপ করে থেকে] অলোককে আমার চাই।

শংকর। আপনি তো বিবাহিতা?

নমিতা। হ্যাঁ—তবুও—!

শংকর। [বিদ্রূপ ক'রে] তাহলে আমরা দু'জনে একই জায়গার যাত্রী। শুধু পথ আমাদের আলাদা, কি বলুন?

নমিতা। এ ধরণের আর কোন কথা আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই না।

শংকর। আমিও বলতে চাই না। তবে আমার চোখ দু'টো দেখে আমার যে জিনিষ আপনি ধরে ফেলেছেন, আপনার চোখ

ছুটো দেখে একেবারেই তা বোঝা যায় না।

নমিতা। আপনার কথা অনেক নীচু স্তরে নেমে যাচ্ছে। আমি অলোককে ভালবাসি সেটা অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ। রূপাকে আপনি যে জন্যে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে ভালবাসার অনেক পার্থক্য আছে।

শংকর। তাই যদি হয় তাহলে দূর থেকে মনে মনে ভালবাসলেই তো হয়। কিন্তু আমি জানি আপনি তা পারবেন না। অলোকবাবুকে আপনি স্বশরীরে চান। অর্থাৎ আমি যা চাই, আপনিও তাই চান। আমি ডাইরেক্ট, আপনি ইনডাইরেক্ট।

নমিতা। আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন শংকরবাবু!

শংকর। সীমা ছাড়াবার কোন দরকার ছিল না, যদি না আপনি খোঁচা মেরে কথা বলতেন। যাক ওকথা [একটু থেমে] রূপাকে সরিয়ে নেবার পর যদি অলোকবাবু পুলিশ নিয়ে আমার ওখানে যান?

নমিতা। তার আগে অলোকের এখান থেকে চলে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা আমি করেছি। রূপা যেন কোলকাতায় গিয়ে উপস্থিত না হয় সেই উপকারটুকু শুধু আপনার করতে হবে।

শংকর। অলোকবাবু যাবার সময়েই তো রূপাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

নমিতা। তা পারবে না। কাকাবাবু আজ সকালের গাড়ীতে এসে পৌঁছুবেন। ফেরবার সময় অলোককে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শংকর। অলোকবাবু যেতে রাজী হয়েছেন?

নমিতা। অলোক এসবের কিছুই জানে না। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু জানতে পারবে।

শংকর। সবই বুঝলাম। কিন্তু রূপাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমি ধরে রাখতে পারব না।

নমিতা। কেন পারবেন না?

শংকর। কারণ আমি রূপাকে ভালবাসি না তাই। আপনার কাজ এবং আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

নমিতা। কৃতজ্ঞ লোকের কথা কিন্তু এ ধরণের হওয়া উচিৎ নয়।

শংকর। সেটা আপনি ভাবুন। আমি আপনার জন্যে যতটুকু করতে পারি তাই বললাম।

নমিতা। প্লিজ, আপনি এই উপকাবটুকু করুন। বিনিময়ে আপনি যা যান তাই আমি করব।

শাকর। আমার মত চরিত্রহীন লোকের কাছে এমন একটা কথা বলে ফেললেন যে বিনিমযে একটা প্রস্তাবের লোভ সামলাতে পারছি না।

নমিতা। বলুন কি হ'লে রূপাকে চিরদিন আপনার নজরে রাখবেন?

শংকর। দেখুন, আমি অসৎ হলেও আমাব একটা মুখোস ছিল। একটু আগে সেটা আপনি খুলে দিয়েছেন। ছ্যাচারালি এখন আমার কাছ থেকে যে কোন প্রস্তাবই আশা করতে পারেন।

নমিতা। বলছি তো আমার সাধ্যানুযায়ী যা চাইবেন তাই পাবেন। বলুন কি হ'লে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

শংকর। আপনি তো জানেন আমি শিকারী। পাখী দেখলেই আমার লোভ হয়।

নমিতা। [গম্ভীর হয়ে] ভনিতা রেখে সোজাসুজি বলুন।

শংকর। শুধু আমার সঙ্গে আপনি একটিবার নীচের পাহাড়ে—

নমিতা। [সজোরে শংকরের গালে চড় মারে] স্কাউণ্ড্রেল। এখুনি চলে যান এখান থেকে।

[নমিতা থর থর করে কাঁপতে থাকে। শংকর এক হাত দিয়ে নিজের গাল চেপে ধরে। নমিতার দিকে একবার চেয়ে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে। কিছুটা যাবার পর নমিতা পেছন থেকে ডাকে]

নমিতা। শুনুন—[শংকর ঘুরে তাকায়] টাকা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

শংকর। কত?

নমিতা। এক হাজার।

শংকর। ভেবে দেখব।

নমিতা। না, যা বলার এখুনি বলুন। এখুনি হয়তো কাকাবাবুরা এসে উপস্থিত হবেন। তাছাড়া টাকাটা আমার নিজের নয়, আমার স্বামীর। সেও যে কোন মুহূর্তে দার্জিলিং থেকে এসে টাকাগুলো নিয়ে যেতে পারে।

শংকর। বিকাশবাবু টাকার কৈফিয়ৎ চাইলে কি বলবেন?

নমিতা। আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি রাজী কিনা বলুন।

শংকর। [কাছে এসে] দিন।

নমিতা। একটু দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি।

[নমিতা বাড়ীর ভেতর যায় এবং একটু পরে টাকা ভর্তি একটা সরকারী খাম নিয়ে বেরিয়ে আসে]

শংকর। টাকাটা সরকারী খামে ভর্তি দেখছি।

নমিতা। হ্যাঁ। কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির নতুন স্কীমের টাকা। দার্জিলিং-এর এক গ্রামে লেবার পেমেণ্ট করবার কথা আছে। এটা নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান।

শংকর। [টাকা নিয়ে] গুণলাম না। হাজার নিশ্চয়ই আছে।

নমিতা। আমার কাজ যেন হয় মনে রাখবেন।

শংকর। [যেতে যেতে] হবে।

[শংকর চলে যায়। জংসিং চা নিয়ে প্রবেশ করে]

জংসিং। কে যেন চলে গেল মনে হোল?

নমিতা। [ভয়ে] একজন নেপালী। বাঙালী বাড়ী সাজান হয়েছে বলে দেখতে এসেছিল।

জংসিং। [চা দিয়ে] ও বুঝতে পেরেছি।

নমিতা। [চমকে] কি বুঝতে পেরেছ?

জংসিং। লোকটা রূপার কাছ থেকে আগে কাঠ কিনতো।

নমিতা। [নিশ্চিন্ত হয়ে] তুমি কি কার্শিয়াং বাজারে যাবে?

জংসিং। কাল গিয়েছিলাম। আজ আর যাব না। কেন আপনার কিছু দরকার আছে?

নমিতা। না। রোজ এই সময় যাও কিনা তাই জিজ্ঞেস করলাম।

জংসিং। আপনি খোকাবাবুর সঙ্গে নীচের পাহাড়ে গেলেই পারতেন। নেপালীরা কি সুন্দর সাজিয়েছে।

[সদলবলে একজন ফিল্ম ডিরেক্টার, একজন ম্যানেজার এবং বংশী নামে একজন টেকনিশিয়ান প্রবেশ করে। ডিরেক্টারের গলায় একটা বাইনাকুলার ঝোলান রয়েছে। বংশীর হাতে একটা ক্যামেরা]

ম্যানেজার। [দূর থেকে] দেখছেন স্যার কি ওয়াণ্ডারফুল সীন। ঠিক আপনি যেমনটি খুঁজছিলেন। [বাঙালী বাড়ী দেখিয়ে] এই বাড়ীটাকে আপনি ইজিলি বাংলো বলে চালিয়ে দিতে পারেন। আর সিনারিওতে যে পার্কটার কথা আছে সেটাও এখানকার সট নিয়ে চলতে পারে।

ডিরেক্টার। [এক চোখ ছোট করে অন্য চোখ হাতের মুঠোর মধ্য দিয়ে নমিতাকে দেখতে থাকে] একটা অবজেক্টও আছে দেখতে পাচ্ছি।

ম্যানেজার। [উৎসাহ প্রকাশ করে ডিরেক্টারের মত নমিতাকে দেখে] ওঃ কি সিচুয়েশন্ স্যার! ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে আউটডোর স্যুটিং কিছু এগিয়ে রাখা যেত।

ডিরেক্টার। [বংশীকে] বংশী।

বংশী। কি বলছেন স্যার?

ডিরেক্টার। ঐ মেয়েটাকে অবজেক্ট করে একটা স্টীল নাও।

বংশী। কিন্তু মেয়েটা যে ডেড্ এ্যাংগেলে বসে রয়েছে স্যার!'

ম্যানেজার। গাধা, তুই নিজেকে রাইট এ্যাংগেলে মুভ করে তোল না? তখনই বলেছিলাম যে এ্যাপ্রেণ্টিস দিয়ে কাজ হয় না!

বংশী। আমি কি তুলতে পারব না বলেছি। মেয়েটা পেছন ফিরে বসে রয়েছে দেখছেন না?

ম্যানেজার। স্যারের সামনে অশ্লীল কথা বলিসনে বংশী। মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে সেন্সার করে বলবি।

ডিরেক্টার। থাক ম্যানেজারবাবু, ঝগড়া না করে নিজেদের কাজ করুন! বংশী তোল।

বংশী। সব সময় নিরুৎসাহ করলে কাজে সাকসেস হওয়া যায়? হলিউড থেকে যখন ঘুরে আসবো, তখন তেল মাখিয়ে আনতে হবে হ্যাঁ!

ডিরেক্টার। হলিউড যাবি! তোর কথা শুনে হাসি পাচ্ছেরে।

ম্যানেজার। ঠিক বলেছেন স্যার, বংশীটা ভীষণ হাসায়।

বংশী। [রেগে] লাইফে কি এইম থাকতে নেই?

ম্যানেজার। বকিসনে! লাইফে এইম না করে [নমিতাকে দেখিয়ে] ঐ দিকে এইম কর।

[বংশী ক্যামেরার মুখটা নমিতার দিকে করে সাটার টেপে]

নমিতা। জংসিং এরা কারা?

জংসিং। বুঝতে পারছি না।

ম্যানেজার। অবজেক্টের ভয়েসটা শুনেছেন স্যার? একদম মাইক্রোফোন স্যুটিং। বংশীকে আর একটা স্টীল নিতে বলুন স্যার।

ডিরেক্টার। ভদ্রমহিলা বাঙ্গালী, চলুন গিয়ে আলাপ করি।

ম্যানেজার। একটা রিকোয়েষ্ট করব স্যার?

ডিরেক্টার। বলুন।

ম্যানেজার। আপনি যখন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবেন, তখন আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটার একটা স্টীল নেবো। আপত্তি করতে পারবেন না স্যার, তাহলে ভীষণ দুঃখু পাব।

ডিরেক্টার। ভদ্রমহিলাকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন ম্যানেজারবাবু। অনেক মেয়ে আছে, যে-সে লোকের সঙ্গে ছবি তুলতে চায় না।

ম্যানেজার। আপনি যে-সে লোক হলেন স্যার! সিম্বলিক প্রেজেন-টেশনে আপনি এখন টপ ডিরেক্টার। কজন ডিরেক্টার কচু-পাতার ওপর শিশিরকণা দেখাতে হাজার ফুট ফিলিম খরচ করে?

ডিরেক্টার। আমাকে আবার ষ্টীলের মধ্যে টানছেন কেন? তাছাড়া ট্রেনের কালিগুলো মুখে লেগে আছে।

ম্যানেজার। কি যে বলেন স্যার! আপনার এখনকার কমপ্লেকশন গেভা কালারের পক্ষে মোষ্ট স্যুইটএবল।

বংশী। তাছাড়া পাবলিসিটির জন্যেও তো কিছু ছবি চাই।

ম্যানেজার। তুই চুপ কর। আমায় বলতে দে—। তাছাড়া পাবলিসিটির জন্যেও তো কিছু ছবি চাই।

বংশী। আজকাল তো স্যার ছবির লোকেশন দেখা থেকেই পাবলিসিটি করতে থাকে।

ম্যানেজার। ডিসটার্ব করিসনে বংশী, আমায় বলতে দে—আজকাল তো স্যার ছবির লোকেশন দেখা থেকেই পাবলিসিটি করতে থাকে।

ডিরেক্টার। আসুন ওনার সঙ্গে কথা বলি।

[সবাই পার্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে নমিতার সামনে উপস্থিত হয়]

ডিরেক্টার। [নমিতাকে] নমস্কার। এখানে বাঙ্গালীর দেখা পাবো ভাবতেই পারিনি।

নমিতা। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

ডিরেক্টার। কোলকাতা থেকে এসেছি লোকেশন দেখতে। আমরা

কিলিম কোম্পানীর লোক।

নমিতা। বস্থন আপনারা। জংসিং ভদ্রলোকদের জন্যে চা বানাও।

[জংসিং বাড়ীর মধ্যে যায়]

ডিরেক্টার। এখানে সুটিং করলে আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?

নমিতা। এই জায়গার যে মালিক, সে এখন নেই। আমার মনে হয় তার বোধহয় আপত্তি হবে না।

ম্যানেজার। স্যার, বলব বংশীকে?

ডিরেক্টার। কি?

ম্যানেজার। একটা ষ্টীল।

ডিরেক্টার। [নমিতাকে] আপনার একটা ছবি তুলতে চাইছে।

নমিতা। [হেসে] তুলতে পারেন।

ম্যানেজার। স্যার, আপনি চুলটাকে একটু উস্কো খুস্কো করে নিন। বংশী তোল।

[বংশী ক্যামেরা উঁচু করে আবার নামিয়ে নেয়। তারপর পকেটের ভেতর থেকে একটা গ্লীসারিনের শিশি বার করে]

বংশী। স্যার, আপনি খানিকটা গ্লীসারিন মুখে মেখে নিন, তাহলে ঘামে ভেজা মনে হবে।

[ডিরেক্টার গ্লীসারিন মুখে মাখে।]

ম্যানেজার। নে বংশী তোল। এ্যাকশন, ষ্টার্ট—

ডিরেক্টার। এক সেকেণ্ড। কি এ্যাকশন দেওয়া যায় বলুন তো ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজার। আপনাকে কি এ্যাকশান শেখাব স্যার? আপনার ছবি ভর্তি তো শুধু এ্যাকশন। ডায়লগ আর রাখেন কোথায়?

ডিরেক্টার। ঠিক আছে, আমি যেন ভদ্রমহিলাকে আমাদের ছবির গল্পটা বলছি।

ম্যানেজার। নে বংশী মার।

বংশী। টপ থেকে নিলে ভালো হয় স্যার।

ম্যানেজার। তাই নে না।

[বংশী একটা গাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে]

বংশী। স্যারের মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বাইনাকুলারে ভিউ দেখা ছবি কিন্তু তোলা হোল না।

ম্যানেজার। দাঁড়া, আমি স্যার কে বলছি। স্যার, আপনাকে ফ্ল্যাট করিয়ে একটা ছবি তুলব।

ডিরেক্টার। বেশ নিন।

[ডিরেক্টার মাটিতে শুয়ে বাইনাকুলারে ভিউ দেখতে থাকে। বংশী ছবি তোলে]

নমিতা। [হাসতে হাসতে] লোকেশন দেখা থেকেই যেমন তোড়-জোড় দেখছি, সুটিং-এর সময় যে কি কাণ্ড করবেন তাই ভাবছি।

ডিরেক্টার। মনে বিরাট আশা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

নমিতা। কি আশা রাখেন?

ম্যানেজার। দর্শক এ ছবি দেখার পর ভঁ্যা ভঁ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরবে।

নমিতা। [রসিকতা করে] সেটা ছবি দেখে, না ছবির বিক্রী দেখে।

ম্যানেজার। ছবি রিলিজ হবার পর লাখ লাখ টাকা আসবে, জানেন?

বংশী। গোপন কথা কেন ফাঁস করছেন, যদি ইনকামট্যাক্সের লোক হয়।

ম্যানেজার। ঠিক বলেছিস, আমারই মুখ সামলে বলা উচিৎ। [ডিরেক্টারকে] আপনি টায়ার্ড হয়ে গেছেন স্যার। এখানে একটু বিশ্রাম করে নিন। ততক্ষণ আমি আর বংশী কতকগুলো লোকেশন দেখে আসি। আয় বংশী।

ডিরেক্টার। বেশিদূরে যাবেনা। চায়ের জল চাপিয়েছে।

বংশী। আচ্ছা।

[ম্যানেজার এবং বংশী চলে যায়]

নমিতা। কবে আপনারা স্যুটিং করবেন?

ডিরেক্টার। সামনের মাসের শেষের দিকে।

নমিতা। ছবির নাম কি?

ডিরেক্টার। পরগাছা।

নমিতা। পরগাছা! নামটার মধ্যে যেন একটা করুণ রসের আভাস পাচ্ছি।

ডিরেক্টার। সুন্দর গল্প একটা। প্রডিউসার যদি টাকার কৃপনতা না করেন, তাহলে আমার মনে হয় এ ছবি বাংলা দেশে সেন্সেশন ক্রিয়েট করবেই।

নমিতা। এমনকি গল্প, যে এতটা আশা করছেন?

ডিরেক্টার। এক ঘেঁয়ে প্রেম আর মিলন নয়। এতে আছে

একজন ছেলের জীবনের অদ্ভুত ধরনের ব্যর্থতা যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

নমিতা। ধরনটা জানতে পারি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

ডিরেক্টার। বলছি শুনুন, একজন ছেলে অফিসে ভাল চাকরী করলেও সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করত। হঠাৎ একদিন তার পরিচিতা একটি মেয়ে এসে প্রস্তাব করল, সে তাকে ভালবাসে। ছেলেটি প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল, তার এমন কি গুণ থাকতে পারে যে একটি মেয়ে তাকে ভালবাসতে পারে! তারপর ছেলেটি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলো সত্যি সে সুন্দর। তার বিদ্যা, ভাল চাকরী এবং সৌন্দর্য দেখেই মেয়েটা মুগ্ধ হয়েছে। নিজের ওপর ভরসা পেয়ে সে এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। দুজনের বিয়েও হোল। তারপর—

নমিতা। তারপর কি?

[জংসিং চা নিয়ে আসে]

ডিরেক্টার। চাটা খেতে খেতে বলি, কি বলুন?

নমিতা। নিশ্চয়ই।

জংসিং। আর সব বাবুর কোথায় গেলেন?

নমিতা। ওনারা ঘুরতে গেছেন। বাকী চা তুমি নিয়ে যাও। [জংসিং চা নিয়ে চলে যায়] এবার বলুন।

ডিরেক্টার। ইন্টারেষ্ট লাগছে তাহলে?

নমিতা। [সংযত হয়ে] হ্যাঁ।

ডিরেক্টার। লাগতেই হবে। শুনুন তারপর দু'জনের তো বিয়ে

হোল। কিছুদিন পর ছেলেটি বুঝতে পারল মেয়েটি তাকে নিয়ে সুখী নয়। ছেলেটি বুঝতে চেষ্টা করল নানাভাবে, কি ভাবে তার স্ত্রীকে সে সুখী করতে পারে। কিন্তু তার দিক থেকে সে কোন পথই খুঁজে পেল না। হঠাৎ একদিন একটি পুরোনো চিঠি তার হাতে পড়ল। তাই থেকে সে আবিষ্কার করল, তার স্ত্রীর কাছে সে অবাঞ্ছিত।

নমিতা। [উৎসাহ প্রকাশ করে] কেন?

ডিরেক্টার। কারণ তার স্ত্রী বিয়ের আগে তার স্বামীরই অন্য এক বন্ধুকে ভালবাসত।

নমিতা। তাহলে মেয়েটা তার স্বামীর বন্ধুকেই বিয়ে করল না কেন?

ডিরেক্টার। তার পেছনেও কারণ আছে। মেয়েটি যাকে প্রকৃত ভালবাসত তার হোল যক্ষ্মা। মেয়েটি ভাবল সে আর বাঁচবে না। নিজেকে তার অসহায় মনে হোল। পেতে চাইল অবলম্বন। ঝোঁকের মাথায় নিজেকে উৎসর্গ করল অন্য আরেকজনের কাছে। অন্যদিকে যার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার কথা ছিল, সে আস্তে আস্তে সেরে উঠল।

নমিতা। মেয়েটার স্বামীর কি হ'ল?

ডিরেক্টার। হ্যাঁ—এবার কিন্তু সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, সে তার স্ত্রীকে কিভাবে সুখী করতে পারে। একমাত্র পথ হচ্ছে আগের বন্ধুর কাছে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত করলও তাই।

নমিতা। [উত্তেজিত হয়ে] এ গল্প আপনি পেলেন কোথায়?

ডিরেক্টার। সে আবার আরেকটা গল্প।

নমিতা। বলুন না শুনি!

ডিরেক্টার। মাস ছয় আগে কলকাতা কফি হাউসে বসে কফি খাচ্ছিলাম, রাত তখন আটটা ন'টা হবে। এক ভদ্রলোককে দেখলাম আমার টেবিলের অন্যদিকটায় এসে বসলেন। কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন, আমি একজন ফিল্ম ডিরেক্টার। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর জানা একটা ছোট গল্প আছে। যদি ছবির কোন কাজে লাগে তাহলে তিনি শোনাতে পারেন। আমি রাজী হওয়াতে তিনি গল্পটা শোনালেন। সিনারিও অবশ্য আমি নিজেই করেছি।

নমিতা। [একটু চুপ করে থেকে] গল্পের শেষ কি?

ডিরেক্টার। 'শেষ' ভদ্রলোক বলে যাননি। তবে আমি একটা শেষ লিখেছি।

নমিতা। কি?

ডিরেক্টার। কমার্শিয়াল টাচ্ দিতে হয়েছে। মেয়েটি আগের ছেলেটিকে ফিরে পেলো। তার স্বামী নিজে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে তার স্ত্রীর কপাল থেকে সিঁদুর তুলে দিল। অন্য হাতে তার বন্ধুকে দিয়ে মেয়েটির কপালে নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়াল।

নমিতা। গল্পের শেষ আপনি যেভাবে লিখেছেন, বাস্তবে কি তাই সম্ভব?

ডিরেক্টার। আমার ধারণা, এছাড়া এ গল্পের আর কোন শেষ হতে পারে না।

নমিতা। সত্যি বলছেন? মেয়েটি কি সত্যি সেই আগের ছেলেটিকে ফিরে পাবে?

ডিরেক্টার। মেয়েটি সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল বেশি মনে হচ্ছে? ব্যর্থ স্বামীটির কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করছেন না?

নমিতা। মেয়েটির ভবিষ্যৎ আমার জানা দরকার।

[বংশী এবং ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার। স্যার, আপনি কি জিনিষ মিস্ করেছেন তা আপনি জানেন না। আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন কি জিনিষ; সে-কথা আমি ভাষা দিয়ে বলতে পারব না স্যার। শুধু অনুভব করাব ব্যাপার। বংশীকে জিজ্ঞেস করুন, ও যদি কিছু বলতে পারে। আমি কিছুই পারব না।

ডিরেক্টার। বংশী বল তো কি হয়েছে?

বংশী। পাহাড়ের মাথার ওপর একটা সানের ঝর্ণার জলে রিফ্লেক্ট করে একটা সাদা পাথরের ওপর—

ম্যানেজার। আর বলিসনে বংশী। স্যারকে দেখিয়ে অবাক করিয়ে দেব। বলতে পারব না স্যার। অপূর্ব সে দৃশ্য। খবরদার বলিসনে বংশী।

[জংগলের দিক থেকে অলোক প্রবেশ করে]

অলোক। জংসিং—

নমিতা। [অলোককে দেখিয়ে] ইনিই হচ্ছেন এখানকার মালিক। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন পারমিশন্ দেবেন কিনা?

ম্যানেজার। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না স্যার। আমরাই নিজেদের সব ব্যবস্থা করে নেব। শুধু হিরো-হিরোইনকে দাঁড় করিয়ে এখানকার কতকগুলো সট্ নেব।

অলোক। সুটিং করবার কথা বলছেন বোধহয়?

ডিরেক্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অলোক। এখুনি বলতে পারছি না কিছু। ভেবে দেখতে হবে।

ম্যানেজার। ভাববার কিছুই নেই নেই স্যার। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আপনার নাম বড় বড় হরফে লিখে দেব। তারপর ভেনিস ফেষ্টিভ্যালে এ ছবি যদি পাঠাতে পারি তাহলে সমস্ত পৃথিবীর লোক আপনার নাম জানবে। ইট ইজ এ গ্রেট মওকা স্যার।

অলোক। আমি অন্য কথা ভাবছি।

ম্যানেজার। বুঝতে পেরেছি। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে, এই তো? কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। শুধু মাছ-ভাতই আমরা সোনামুখ করে খাব। সট্ ডিভিসন করা আছে। ক্যামেরা এলেই দেখবেন হরর হরর রিল ঘুরছে।

ডিরেক্টার। আমরা তাহলে সামনে মাসের শেষের দিকে এখানে আসছি, কি বলুন?

ম্যানেজার। এটা আমাদের দাবী স্যার।

অলোক। আসুন।

ম্যানেজার। [ডিরেক্টারকে] ইস, দেখছেন স্যার, কি আর্টিষ্টিক টেমপারামেণ্ট! ঠিক আমাদের ছবির প্রাক্তন লাভারের মত। বংশী, ভদ্রলোকের দুটো ষ্টীল নে। সেই ভুরু, সেই চুল, সেই নাক—নে নে বংশী—

বংশী। [ডিরেক্টারকে] কোন এ্যাঙ্গেল থেকে নেব স্যার?

ম্যানেজার। প্রোফাইল নে-না। ছবি তুলিস এইটুকু বুদ্ধি নেই?

অলোক। আপনারা এসেছেন লোকেশন্ দেখতে। আমার ছবি তুলতে চাইছেন কেন?

ডিরেক্টার। অবজেক্ট পেলে আমাদের সুবিধে হয়। সীনের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা আগেই দেখে নিই কিভাবে কোন এ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলা দরকার!

ম্যানেজার। ওনারা তো দুজন আছেন, একবার লাষ্ট সটের ষ্টীল নিয়ে দেখব, কেমন আসে?

ডিরেক্টার। বেশ তো দেখুন না।

ম্যানেজার। [অলোক এবং নমিতাকে] কাইণ্ডলি আপনারা একটু কাছাকাছি দাঁড়ান।

[অলোক ও নমিতা সামনাসামনি মুখ করে দাঁড়ায়]

ম্যানেজার। ওয়ান্দারফুল! এবারে এক হাত দিয়ে ওনার কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছেন—এমন একটি এ্যাকশন্ দিন।

অলোক। [অস্বস্তি বোধ করে] ওসব না করে এমনি তুলুন।

ডিরেক্টার। সিম্প্লি দুটো অবজেক্ট রেখে তুলুন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজার। প্লিজ স্যার, আপত্তি করলে ভীষণ দুঃখ পাব।

অলোক। [রসিকতা করে] না না মশাই, দুঃখু টুখু পাবেন না। আমি করছি।

[অলোক এবং নমিতা হাসতে থাকে]

ম্যানেজার। বংশী, হাঁ করে কি দেখছিস? লেন্স খুলে দে—

[বংশী ক্যামেরা উঁচু করে ধরে]

ম্যানেজার। আমি ষ্টার্ট বললেই এ্যাকশন দেবেন।

[জংগলের দিক থেকে রূপা এসে পেছনে দাঁড়ায়]

ম্যানেজার। বংশী, রেডি? ষ্টার্ট—

[অলোক হাত তুলে নমিতার কপালে টিপ লাগাবার পোজ নেয়। রূপা পেছন থেকে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে]

রূপা। না বাবু, ওকে টিপ দিও না। আমাকে দাও, আমাকে দাও—

[রূপা দৌড়ে জংগলের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়]

অলোক। রূপা, এ সত্যিকারের টিপ নয়। রূপা, রূপা—

[অলোক রূপাকে অনুসরণ করে। সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়]

নমিতা। আপনার গল্পের শেষ গল্পেতেই সম্ভব। বাস্তবে নয়।

[নমিতা বাড়ীর ভেতর যায়]

ম্যানেজার। ওঃ, কি ড্রামাটিক সিচুয়েশন স্যার। ম্যাজিকের মত এক মিনিটে আরেকটা গলা বেরিয়ে এলো।

ডিরেক্টার। আমাদের ছবির গল্পের সঙ্গে বোধহয় ভদ্রমহিলার পরিচয় আছে।

ম্যানেজার। এইজন্যেই তো স্যার আপনার সিলেকশনের তারিফ করে লোকে। এমন জায়গায় নিয়ে এলেন, যেখানে স্থান-কাল-পাত্র সবই যেন জ্যান্ত। এদেরই ছোটখাটো রাগ-অনুরাগগুলো টেক্ করলে ছবি হিট্।

বংশী। আমিও রেডি ছিলাম। আর এক সেকেণ্ড সময় পেলেই ক্লিক্ করতাম।

ম্যানেজার। ম্যালা ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিসনে। যে টাইম পেয়েছিলি

তাতে অনায়াসে ছবি তোলা যায়। ক্যামেরাম্যানের বাক্স দশ বছর ধরে টান। তারপর ছবি তুলতে আসিস।

ডিরেক্টার। চলুন, আরো কয়েকটা লোকেশন দেখা বাকী আছে।

ম্যানেজার। চলুন স্যার। এবার কিন্তু আমি আগে সিলেকশন করব। পরে আপনি দেখে কারেকশন করবেন। এটাও আমার দাবী স্যার।

ডিরেক্টার। আচ্ছা তাই হবে।

[ম্যানেজার, ডিরেক্টার ও বংশী চলে যায়। জংগলের দিক থেকে প্রবেশ করে অলোক ও রূপা]

অলোক। এবার বুঝতে পারছ যে ওটা সত্যিকারের টিপ নয়।

রূপা। তোমাকে ওরকম করতে দেখে আমার বুকের ভেতর কিরকম কেঁপে উঠেছিল বাবু।

অলোক। তুমি আমাকে এত সহজে অবিশ্বাস করতে পারলে? এদ্দিন মিশেও বুঝতে পারলে না?

রূপা। আমার ভুল হয়ে গেছে বাবু। আমি আর কখনও বলব না।

অলোক। তুমি যাও। ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।

[রূপা একটু হেসে জংগলের দিকে কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে আসে]

রূপা। তুমি রাগ করনি তো বাবু?

অলোক। করেছিলাম, তবে এখন আর রাগ নেই।

[রূপা জংগলের দিকে চলে যায়। অলোক চুপ

করে বসে থাকে। অন্যদিকে বিকাশ একটি পোর্ট-
ফোলিও ব্যাগহাতে প্রবেশ করে]

বিকাশ। এই যে কবি, একলা একলা কেন ?

অলোক। এসো বিকাশ। দার্জিলিং-এর কাজ মিটলো।

বিকাশ। এত সহজে। যত কাজের মধ্যে ঢুকছি, ততই যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

অলোক। আজ থাকবে, না যাবে ?

বিকাশ। যেতে হবে। নর্থ ডিভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টার ফ্লাইং-ভিজিট দিচ্ছেন। যা রগচটা লোক, আমাকে না দেখলে হয়তো গর্জন সুরু করে দেবেন।

[নমিতা বেরিয়ে আসে]

নমিতা। তোমার না বিকেলে আসবার কথা ছিল ?

বিকাশ। তোমার জন্যে মনটা কেমন করছিল তাই আর—

অলোক। তাই আর সবুর সইল না।

বিকাশ। তোমার মত যদি প্রকৃতির প্রেমে পড়তাম তাহলে বিকেলই আমার কাছে প্রিয় হ'ত। রোজ অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত শরীরে আমার প্রেয়সীর মুখখানি দেখা অভ্যেস হয়ে গেছে।

নমিতা। তুমি যদি বাজে কথা না থামাও তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

অলোক। বিয়ে না করলেও আমার মনে হয় তোমাদের দুজনের এখন চাই কিছুক্ষণের জন্য নিরিবিলি জায়গা।

বিকাশ। তুমি দেখছি রীতিমত এক্সপিরিয়েন্স এ বিষয়ে। ঠিক

আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছ দেখছি।

নমিতা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ তোমাদের লজ্জাও নেই।

বিকাশ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। অর্থাৎ এখন যদি লজ্জা পেয়ে একথা প্রকাশ না করি, তাহলে অলোককে আমাদের কাছ থেকে কাটান যাবে না।

নমিতা। চুপ করো তো।

বিকাশ। বেশ, আমি তাহলে ঘরে গিয়ে অফিসিয়াল স্টেটমেণ্ট-গুলো চেক করি। তোমার সুবিধে হলে আমাকে একবার দর্শন দিয়ে যেও।

নমিতা। তুমি যাও আমি আসছি।

বিকাশ। একবার তোমার ঐ মিষ্টিমুখ থেকে অসভ্য বলো।

নমিতা। আবার সুরু করেছ?

বিকাশ। যাকগে, যাকগে, পরে বলো কেমন?

[বিকাশ হাসতে হাসতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়]

অলোক। বিকাশের খাওয়ার ব্যবস্থা কর গিয়ে।

নমিতা। জংসিং আছে, ও দেখে শুনে যা হয় করে দেবে।

অলোক। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

নমিতা। কর।

অলোক। বিকাশকে এভাবে অবহেলা করছ কেন?

নমিতা। ইচ্ছে করে কিছু করি না। হয়তো হয়ে যায়। [একটু চুপ করে থেকে] আচ্ছা অলোক তোমার কোলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না?

অলোক। না।

নমিতা। পুরোনো স্মৃতিগুলো ভাবতেও কি মন চায় না?

অলোক। কিছুদিন শান্ত ছিলে। আবার তুমি শুরু করেছ।

নমিতা। তুমি কত বদলে গেছ। এত নিষ্ঠুর কি করে হতে পার ভাবতে পাবি না।

অলোক। আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমার শান্তি তুমি নষ্ট করো না। আমি এমন জায়গা বেছে নিয়েছি যেখানে কেউ ভুলেও তাকায় না। কেন তুমি আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ?

নমিতা। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। তোমাকে আমার চাই—

[নমিতা অলোকের হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে। বিকাশকে বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়]

অলোক। কি ছেলেমানুষী করছ নমিতা। উঠে বসো। এই অবস্থায় বিকাশ দেখতে পেলে মনে ভীষণ আঘাত পাবে।

বিকাশ। [দূর থেকে] না আঘাত আমি পাব না অলোক! [নমিতা উঠে বসে চোখ মোছে। বিকাশ দু'জনের কাছে আসে] নমিতাকে বিয়ে করবার কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর হৃদয়ে আমার কোন স্থান নেই। তখন ভাবতাম আমি হয়তো ওর কাছে অনুপযুক্ত। আস্তে আস্তে আমার ভেতর একটা কমপ্লেক্স গ্রো করল। কিসে ওর কাছে ভালবাসা পাব, তার জন্যে সব রকম চেষ্টা করেছি দু'বছর ধরে। কিন্তু ও কোনদিনও আমার প্রতি এতটুকু অনুকম্পা দেখায়নি। তোমার লেখা একটি পুরোনো চিঠিতে বুঝতে পেরেছিলাম

তোমার নমিতাব সম্পর্ক। কিন্তু সে নিয়ে ওকে আমি কোন দিনও কিছু বলিনি।

[নমিতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে]

অলোক। তাহলে তো সবই জানো। তবে বিশ্বাস কবো আগে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এখন তার বিন্দুমাত্র নেই।

বিকাশ। তা তোমরাই জান। তবে ওকে সুখী দেখতে চাই বলেই ওকে এখানে নিযে এসেছি।

অলোক। নমিতা। কেন অফিসের কাজ—

বিকাশ। নমিতা যাতে কোন রকমে বুঝতে না পারে সেইজন্যে মিথ্যে কথা বলেছি। অফিসেব কাজ যা আছে, কলকাতায় থেকেই করা যায। শুধু আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি আমি আমার জীবনটাকে অফিসময করে ফেলেছি। যেন ওব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার অনুসন্ধান করাব অবসর নেই। কিন্তু আমি সব জানি অলোক। সব—

নমিতা। [গম্ভীব স্বরে] তুমি এখান থেকে চলে যাও।

অলোক। [গলা চড়িয়ে] না, বিকাশ এখান থেকে যাবে না। ও তোমার স্বামী!

নমিতা। শুনতে পাচ্ছ না? তোমাকে যেতে বলছি।

বিকাশ। এখন আমার যেতে কোন আপত্তি নেই। শুধু তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম, তোমাকে সুখী করতে আমি কতটা স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছি।

নমিতা। [ধরা গলায়] তোমার কাছে অনুনয় করে বলছি, আমাকে

আর সুখী করতে চেয়ো না। তুমি যাও। পরে তোমাকে সব বলব।

বিকাশ। আর কিছু আমি শুনতে চাই না। আমি দার্জিলিং চলে যাচ্ছি। চার পাঁচদিন পরে ফিরবো। এর মধ্যে তোমাদের বোঝাবুঝির পালা শেষ করে নিও। তবে এইটুকু অভয় দিযে যাচ্ছি—দার্জিলিং থেকে ফেববার পর যদি আবার তুমি আমাকে হাসি মুখে গ্রহণ কবো, আমি তাইতেই সন্তুষ্ট। তোমাকে কোনরকম যাচাই করতে যাবো না।

[বিকাশ কথাগুলো শেষ করে কিছুটা বাইরের দিকে গিযে আবার ঘুরে এসে, শংকরকে দেওয়া টাকা-ভর্তি খাম পকেট থেকে বার করে]

এই এক হাজার টাকা, আমি তোমার কাছে রাখতে দিয়েছিলাম আমার কাজেব জন্যে। অন্য কাউকে দেবার জন্য নয়। টাকাটা রেখে দাও।

[বিকাশ নমিতার হাতে টাকাভর্তি খামটা ফেরত দেয়, নমিতা চমকে ওঠে]

নমিতা। টাকা—

বিকাশ। সরকারী টাকার অপব্যবহার হলে আমার জেল পর্যন্ত হতে পারে। সাবধানে রেখো।

[বিকাশ হন্ হন্ করে চলে যায়। নমিতার নিজেকে অসহায় মনে হয়। খামটা ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে নমিতা]

অলোক। কিসের টাকা? ও তুমি রকম ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছ কেন?
নমিতা। না, না, কিছু নয় অলোক।

[নমিতা বাড়ীর মধ্যে দৌড়ে চলে যায়। অলোক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে জংসিং বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

জংসিং। কি হয়েছে খোকবাবু? দিদিমণি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে কেন?
অলোক। [গম্ভীর হয়ে] জানি না। আমি আর রূপা দুপুরে খাব না।
জংসিং। কোথায় যাবে তা হলে?
অলোক। নীচের পাহাড়ে।

[অলোক জংগলের দিকে চলে যায়। অন্যদিকে দিয়ে শংকর চুপি চুপি প্রবেশ করে]

শংকর। জংসিং!
জংসিং। কে? [বিরক্ত হয়ে] ও শংকরবাবু।
শংকর। শোনো।

[জংসিং সেইদিকে এগিয়ে যায়]

জংসিং। আপনি আর এখানে আসবেন না শংকরবাবু। আমি জানি, আপনি সব সময় খোকাবাবুর ক্ষতি চান।
শংকর। তোমার দিদিমণি কোথায়?
জংসিং। ঘরে শুয়ে আছেন।

শংকর। তাকে এই চিঠিটা দিয়ে দিও।

[একটি চিঠি জংসিং-এর হাতে দেয়]

জংসিং। আচ্ছা।

[শংকর তাড়াতাড়ি চলে যায়। জংসিং উল্টেপাল্টে চিঠিটা দেখতে থাকে। নমিতা বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ায়, তাকে উত্তেজিত মনে হয়]

জংসিং। [নমিতাকে দেখে] দিদিমণি আপনার একটা চিঠি আছে। শংকরবাবু দিয়ে গেলেন।

[নমিতা এগিয়ে এসে চিঠিখানা নেয়। তারপর রাগে দাঁতে দাঁত দিয়ে জোরে জোরে পড়ে]

নমিতা। [চিঠি দেখে] "ভেবে দেখলাম সরকারী টাকা হজম করা শক্ত, তাই যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। নিশ্চিন্তে থাকুন, কাজ আপনার হবে।" [চিঠিটাকে মুচড়ে] শয়তান কোথাকার!

জংসিং। কি হয়েছে দিদিমণি? শংকরবাবু কিছু করেছে নাকি।

নমিতা। [রেগে] না! তুমি তোমার কাজে যাও।

[জংসিং মাথা নিচু করে চলে যায়। বাইর থেকে ডাক্তার এবং অলোকের বাবা অসিত চৌধুরীর গলা শোনা যায়]

ডাক্তার। আগেই আপনি অলোককে কিছু বলতে যাবেন না। খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করুন। তারপর বুঝিয়ে বললেই হবে।

অসিত। ডোণ্ট ট্রাই টু কনভিন্স মি ইন্ স্নাট ওয়ে। আমাকে তুমি বাধা দিও না ডাক্তার।

[ডাক্তার এবং অসিত প্রবেশ করে]

নমিতা। আপনার আসতে এত দেরী হ'লো কেন কাকাবাবু?

[অসিত এবং ডাক্তারকে প্রণাম করে]

অসিত। ট্রেণ লেট ছিল।

নমিতা। তাই বলুন আমি তো সকাল থেকে ভাবছি। এখানে বসে বিশ্রাম করে নিন্। আমি খাবার ব্যবস্থা করছি।

ডাক্তার। অসিতবাবু আমার কথা শুনুন। আপনি যদি আজ দুপুরে আমার ওখানে না খান, তাহলে আমার বাড়ীতে ভীষণ অশান্তি হবে।

অসিত। সে সব পরে হবে। অলোক কোথায়?

নমিতা। নীচের পাহাড়ে নেপালীদের বসন্ত উৎসব হচ্ছে সেখানে আছে।

[জংসিং প্রবেশ করে]

জংসিং। [প্রণাম করে] বড়বাবু আপনি এসেছেন! আসবার আগে চিঠি দিলে আমি কার্শিয়াং থেকে নিয়ে আসতাম।

নমিতা। জংসিং আমার সঙ্গে এসো। কি জলখাবার করবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

অসিত। থাক না—আস্তে আস্তে করলেই হবে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই। হাঁপিয়ে গেছি পাহাড়ে উঠতে।

ডাক্তার। ট্যাক্সিটাকে অতদূরে না ছেড়ে দিলেই হোত।

অসিত। [নমিতাকে] বিকাশের কাজ এখনও শেষ হয়নি?

নমিতা। না কাকাবাবু, আরো চার-পাঁচ দিন বোধহয় লাগবে।

অসিত। এখান থেকে যাতায়াত করে, না দার্জিলিং-এ থাকে?

নমিতা। ওখানেই থাকে।

অসিত। আমি কালই ফিরবো কলকাতায়। তুমি কি বিকাশের সঙ্গে যাবে না আমার সঙ্গে যাবে?

নমিতা। আপনার সঙ্গেই যাবো কাকাবাবু। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

অসিত। বেশ চলো তাহলে। বিকাশকে বলেছ?

নমিতা। না, এখনও বলিনি। যাবার সময় একটা চিঠি লিখে দিলেই হবে! জংসিং এসো।

[জংসিং এবং নমিতা বাড়ীর ভেতরে যায়]

অসিত। শোন ডাক্তার, তুমি গোড়া থেকে অলোকের ট্রিটমেন্ট করেছ। সেইজন্যেই তোমার কাছ থেকে পরিষ্কার জানা দরকার—অলোকের আর কতদিন রেষ্ট দরকার?

ডাক্তার। কমপক্ষে আরো চার মাস, তার বেশি হলে ভাল হয়।

অসিত। সেটা কলকাতা থেকে নিলেই হয়। এখানেই থাকতে হবে তার কি মানে আছে।

ডাক্তার। ওর মনের দিকটাও আপনাদের দেখা উচিত। পাহাড়ী জায়গার সঙ্গে ও মিশে গেছে। এখন যদি জোর করে নিয়ে যান তাতে ফল বিপরীত হতে পারে।

অসিত। কিন্তু ওর উচ্ছৃংখলতায় ফল ভাল হবে, কে তোমাকে বলেছে?

ডাক্তার। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন ওকে উচ্ছৃংখল বলছেন?

অসিত। নমিতার চিঠিতে আমি সব জানতে পেরেছি। একটা অজানা অচেনা কুলীর মেয়েকে এনে বাড়ীতে ঢুকিয়েছে। তোমরা সবাই জানো, অথচ প্রতিবাদ পর্যন্ত করনি। তোমার সঙ্গে আমাদের অন্য রকম রিলেশন্। তুমি কি করে প্রশ্রয় দিয়েছো আমি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজ আমার ছেলের কিছু খারাপ হলে তোমার গায়ে লাগবার কথা।

ডাক্তার। শুধু শুধু আপনি এসব কথা বলছেন। অলোকের জীবন নিয়ে সমস্যা। ও যাতে খুশী থাকে, সেইদিকে প্রত্যেকের দেখা উচিত।

অসিত। ও যদি বদমাইসী করে খুসী হয়, তাই আমাদের দেখতে হবে? কোন কথা বলার আগে ভাল করে ভেবে বলবে। ওর বয়সটা তুমি ভালভাবেই জানো। যে কোন কেলেংকারীই হওয়া অসম্ভব নয়।

ডাক্তার। আপনারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। তবে অলোকের দ্বারা কোন বদমাইসী সম্ভব নয়। ও যা করছে তার পেছনে আছে ওর পবিত্র মন।

অসিত। বেশ তো, তুমি যদি সার্টিফাই কর, আমি ভাল মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, ভদ্রভাবে থাকুক। অসভ্যতা আমি বরদাস্ত করব না।

ডাক্তার। আপনাদের পছন্দ করা মেয়ে বোধহয় বিয়ে করবে না।

অসিত। তাহলে কি কুলীর মেয়েটাকে বিয়ে করবে?

ডাক্তার। সে আমি বলতে পারি না। তবে ডাক্তার হিসেবে

যদি আমার মতামত চান, তাহলে বলব ওর স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা দরকার। কলকাতার মত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ওর পক্ষে শ্রেয় নয়।

অসিত। সিমলা স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি সেইখানেই ওর থাকবার ব্যবস্থা করছি এতে তোমার নিশ্চয় আপত্তি হবে না।

ডাক্তার। আগেই তো বলেছি যা করবেন ওর মনের দিকে চেয়ে।

অসিত। [রেগে] অলোককে এখানে আটকে রাখবার জন্যে তুমি উঠে পড়ে লেগেছ কেন? তুমি কি চাও যে আমার বংশে একটা কলংকের ছাপ পড়ুক?

ডাক্তার। আমি কখনও তা চাই না। আমি চাই, আপনার বংশের একটি ছেলে, যে মৃত্যুর দরজায় গিয়ে ফিরে এসেছে, সে আবার বাঁচুক। দু'বছরে আমি বুঝে নিয়েছি ওর বাঁচবার রাস্তা ভিন্ন। তাই ওর চিকিৎসাও করেছি ভিন্ন ধারায়।

অসিত। কি ভিন্ন ধারা তুমি করেছ, তা তুমিই জান। আমাকে প্রতি মাসে পাঁচশ টাকারও বেশি পাঠাতে হয়েছে।

ডাক্তার। সেটা স্পেশাল কেবিনে ছিল তার জন্যে।

অসিত। সে তুমি যাই বল, আমি জেনেশুনে ওকে এভাবে রাখতে পারি না।

[জংসিং বাড়ীর বাইরে আসে]

জংসিং। ডাক্তারবাবু, দুপুরবেলা আপনার এখানে খাবার ব্যবস্থা করেছি।

ডাক্তার। না না, আমি এখুনি ফিরে যাব।

অসিত। না—তোমাকে দরকার হবে। অলোক এলে তোমার

সামনেই কথা বলতে চাই।

ডাক্তার। আমার কোন কথাই যখন আপনি শুনতে রাজী নন। তখন এরমধ্যে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?

অসিত। আমি অলোককে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা বলব। আমার বিশ্বাস তুমিও আমার কথায় সায় দেবে।

ডাক্তার। সে আমি বলতে পারব না।

অসিত। কেন পারবে না? চোখের সামনে ওর অধঃপতন দেখেও তুমি চুপ করে থাকবে। আমাদের ফ্যামিলির ওপর কি তোমাদের কোন রকম কর্তব্য নেই?

ডাক্তার। কর্তব্য আছে বলেই বলতে পারব না।

অসিত। বেশ না বললে। মানুষ যে কত সহজে উপকার ভুলে যায় তাই ভাবছি। আমারই বাবার টাকায় তুমি ডাক্তারী পড়েছো। আজ তোমার দু'চার পয়সা হয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা বোধটুকু ভুলতে বসেছ।

ডাক্তার। কৃতজ্ঞতাবোধ আমার যথেষ্ট আছে। আপনাদের টাকায় আমি ডাক্তারী পড়েছি, তার জন্যে আপনারাও কম সুযোগ গ্রহণ করেননি। সামান্য একটু অসুখ হলে আমাকে এখান থেকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। আমি কোনদিন যেতে আপত্তি করিনি।......আজ আড়াই বছর হোল অলোককে পাঠিয়েছেন, ভাল করে খবরটা পর্যন্ত নেননি। টাকা পাঠিয়ে আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত ঝড় আমার মাথার ওপর দিয়ে গেছে। সেজন্যে আমি কোনদিনও এতটুকু বিরক্ত প্রকাশ করিনি। আজ যেই বেঁচে উঠেছে, আপনি কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন ওর চরিত্র সংশোধন করতে।

অসিত। তোমার লেকচার আমি শুনতে চাই না। আমার কথায় তুমি সায় না দাও, না দিলে। কিন্তু ওর এখানে থাকবার জন্যেও তুমি কোন রকম ওকালতী করতে পারবে না।

[নমিতা বাইরে আসে]

নমিতা। কাকাবাবু, ডাক্তারবাবু ভেতরে আসুন। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নিন।

ডাক্তার। আমি খাব না। আমাকে এখুনি ফিরতে হবে।

অসিত। এখান থেকে খেয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এসো, খেযে যাও।

[নমিতা, অসিত ও ডাক্তার ভেতরে যায। জংসিং অসিতেব জিনিষপত্র বাড়ীর ভেতর নিযে যাবার জন্যে গোছাতে থাকে। একটু পবে নমিতা ভেতর থেকে বেরিযে আসে]

নমিতা। জংসিং, কাকাবাবু, আর ডাক্তারবাবু কি বলছিলেন?

জংসিং। কিছু বুঝতে পারছি না দিদিমণি। তবে দুজনে খুব চটাচটি করছিলেন। বাবু কি খোকাবাবু'ক কলকাতায় ফিরিয়ে নেবেন নাকি?

নমিতা। [গম্ভীর স্বরে] হ্যাঁ।

জংসিং। আমি জানি খোকাবাবু যেতে রাজী হবেন না।

নমিতা। [রেগে] কি করে জান?

জংসিং। খোকাবাবু যে রূপাকে—

নমিতা। [ধমক দিয়ে] চুপ কর। তোমাদের জন্যেই আজ অলোকের এই অবস্থা।

জংসিং। আমি কি করলাম দিদিমণি?

নমিতা। সবাই মিলে ওকে ধরে রাখতে চাইছ, তার পেছনে তোমাদের স্বার্থ কি আমি বুঝতে পেরেছি। জংগলে পড়েছিলে মাত্র তিরিশ টাকা করে মাইনে আসতো। অলোক এখানে আসাতে কেউ মন্ত্রী হয়েছে, কেউ রাণী হয়েছে। এমন সুখ ছাড়তে তো কষ্ট হবেই!

জংসিং। ওভাবে কথা বলবেন না দিদিমণি। বুড়োবাবু থেকে খোকাবাবু পর্যন্ত সবাই জানে টাকার লোভ জংসিং-এর নেই।

নমিতা। আছে কি না আছে, সেটা আমি এ কদিনেই টের পেয়েছি। বুড়োবাবু কলকাতা থেকে কোনদিন খবর নিতে আসতেন না। আর খোকাবাবু তো এমন লোক যার টাকার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

জংসিং। আপনি এসব বলার কে? আপান আমাকে খেতে দেন না পরতে দেন?

নমিতা। আমি কে, তা দুদিন পরেই বুঝতে পারবে।

জংসিং। খোকাবাবু আসুক, আমি সব বলব। আপনি মনে করেন, আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমি সব বুঝতে পারি।

নমিতা। [রেগে] কি বুঝতে পার?

জংসিং। আপনি রূপাকে হিংসে করেন।

নমিতা। [জংসিং-এর গালে চড় মারে] এত স্পর্ধা তোমার! এত বেড়ে গেছ! দাঁড়াও তোমাকে সোজা করছি। কি করে তুমি এখানে চাকরী কর আমি দেখছি।

জংসিং। [কাঁপতে কাঁপতে] দারোয়ান হলেও বয়সে আমি তোমার বাবার মত। যাদের ভাত খাই তারা কোনদিন আমার গায়ে

হাত দেয়নি। তুমি অন্য বাড়ীর মেয়েছেলে হ'য়ে আমার গায়ে হাত দিলে। তুমি বেশরম! তোমার শাদী হয়ে গেছে, তবু তুমি খোকাবাবুর ক্ষতি করতে চাও! আসুক খোকাবাবু আমি সব কথা বলে দেবো।

নমিতা। তার আগেই তোমার ব্যবস্থা করছি।

[নমিতা রাগে বাড়ীর ভেতর যায়। জংসিং-এর চোখে জল আসে। বাড়ীর ভেতর নমিতার কিছু অস্পষ্ট কথা শোনা যায়। তারপরই অসিত ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

অসিত। [গম্ভীর গলায়] জংসিং।

জংসিং। [চোখ মুছে] বড় বাবু!

অসিত। নমিতাকে কি বলেছ? [জংসিং চুপ করে থাকে] কি হোল, জবাব দিচ্ছ না কেন? এত সাহস তোমার কবে থেকে হোল?

জংসিং। আমি অন্যায় কিছু বলিনি বড়বাবু! দিদিমণি খারাপ মেয়েছেলে।

অসিত। [চিৎকার করে ওঠে] জানোয়ার! এখুনি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাও, বেরিয়ে যাও, শুয়োর কোথাকার!

জংসিং। [ধরা গলায়] না বাবু এ বাড়ী ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। বাঙ্গালী বাড়ী আমার জান বড়বাবু।

অসিত। [চুলের মুঠো ধরে] কোন কথা শুনতে চাই না।

জংসিং। [পা জড়িয়ে ধরে] আপনার পায়ে ধরছি বাবু, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। বড়বাবু—

অসিত। [ঘাড় ধরে বার করে দেয়] বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বদমাস—

[জংসিং কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। নমিতা বাইরে এসে অসিতের পাশে দাঁড়ায়]

জায়গাটাকে একেবারে বিষাক্ত করে তুলেছে। বাবা সখ করে এই বাড়ী বানিয়েছিলেন। তিনি মরে বেঁচেছেন, তাঁর সখের ফল এখন আমাকে ভুগতে হচ্ছে!

নমিতা। [হাত ধরে] কাকাবাবু, ডাক্তারবাবু আপনার জন্যে হাত তুলে বসে আছেন, আসুন।

অসিত। ভাগ্যিস তুমি এখানে এসেছিলে। না হলে কোথায় যে এর ফল গিয়ে দাঁড়াত ভাবা যায় না। এই জংসিংটা একটা বুনো নেপালী ছিল। বাবা ওকে গ্রামের ভেতর থেকে ধরে এনে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। আজীবন আমাদের টাকায় খেয়ে বাঁচল, অথচ তার কথার ছিরি দেখ।

নমিতা। এবার বুঝবে! আমি এসে থেকেই দেখছি, কথাবার্তা চালচলন যেন বেপরোয়া ভাব। আমার কথা ছেড়ে দিন অলোকের মুখে মুখে পর্যন্ত তর্ক করে। আসুন, ডাক্তারবাবু বসে রয়েছেন।

[নমিতা এবং অসিত বাড়ীর ভেতর যায়। জংগলের দিক থেকে প্রবেশ করে রূপা এবং অলোক। তাদের দেখে মনে হয় বসন্তের স্রোত যেন দু'জনকে ভাসিয়ে এনেছে]

রূপা। তুমি যে বললে গান শেষ হলে আমাকে কি দেবে?

অলোক। দেব। আমার কাছে এসো।

রূপা। [এগিয়ে গিয়ে] দাও।

অলোক। [পকেট থেকে একটি প্যাকেট বার করে] এটার মধ্যে কি আছে জান?

রূপা। কি আছে?

অলোক। বসন্ত উৎসবের সিঁদুর আর ফুল। [রূপা মাথা নীচু করে থাকে] ভাল করে তাকাও আমার দিকে।

[রূপা মুখ তুলে অলোকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নমিতা বাড়ীর দরজার সামনে এসে দু'জনকে দেখে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভেতর যায়। অলোক প্যাকেট খুলে আঙুল দিয়ে সিঁদুরের টিপ রূপার কপালে দেয়। অসিত এবং ডাক্তারকে বাড়ীর দরজায় দেখা যায়।]

অসিত। [ডাক্তারকে] আর কিছু আমার জানবার আছে?

অলোক। [ঘুরে] আপনি হঠাৎ?

[রূপা এক পাশে সরে যায়]

অসিত। দেখে খুব আশ্চর্য লাগছে! [এগিয়ে গিয়ে] তোমাকে এখানে রাখা হয়েছে তোমার চিকিৎসার জন্যে। ভেবেছ এখানে বলবার কেউ নেই বলে তোমার যা খুসী তাই করবে!

অলোক। অন্যায় কি করেছি?

অসিত। কি করেছ তার কৈফিয়ৎ চাইছ? লেখাপড়া শিখে, ভদ্রবংশে জন্মে কি করে এতটা নীচে নামতে পেরেছ, ভেবে

অবাক হচ্ছি। কেন ঐ মেয়েটাকে এনে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ? আমার পারমিশন নিয়েছ?

অলোক। রূপার কেউ নেই।

অসিত। যার কেউ নেই তার জায়গা রাস্তায়। এখুনি ওকে এখান থেকে বিদেয় করে দাও। তোমার জিনিষপত্র ঠিক করে ফেল। কাল সকালের ট্রেনে আমার সঙ্গে কোলকাতায় ফিরে যাবে।

অলোক। ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার এখনও ফেরবার সময় হয়নি।

অসিত। [গলা চড়িয়ে] ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছে তোমার ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে। সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছে। দরকার হয় জিজ্ঞেস করে দেখ।

অলোক। বুঝতে পেরেছি, কে আপনাকে এসব কথা জানিয়েছে।

অসিত। যাই বুঝে থাক, কালই এখান থেকে যেতে হবে।

অলোক। না আমি যাব না।

অসিত। আমি বলছি, তার ওপরে তুমি বলছ যাবে না!

অলোক। রূপাকে ছেড়ে আমি যাব না।

অসিত। একটা জংলী মেয়ের জন্যে তুমি তোমার বাবাকে অপমান করছ!

অলোক। আমি আপনাকে অপমান করিনি। আমি বড় হয়েছি, আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে।

অসিত। না, আমার মতামতই চূড়ান্ত। আমি যা বলব, তাই তোমাকে শুনতে হবে।

অলোক। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার কথা শুনতে পারব না।

অসিত। বেশ, তাহলে জেনে রেখো, তোমাকে আমি যে টাকা পাঠাই তা আর আসবে না।

[নমিতাকে দরজায় দাঁড়ান দেখা যায়]

অলোক। আপনার টাকা আর আমার দরকার হবে না।

অসিত। এ-বাড়ীতেও তুমি ঢুকতে পারবে না। পার্কই তোমার স্থান। [জোরে হেঁটে ডাক্তারের কাছে যায়] তোমাকেও বলে দিচ্ছি ডাক্তার, ওকে যদি কোনরকম সাহায্য কর, বুঝে নেব আমার বিরুদ্ধাচরণ করছ। আমার ফ্যামিলির টাকায় যদি তোমার অন্ন সংস্থানের উপায় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মংগলের দিকে চেয়ে ওর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না। হি ইজ নট মাই সান্!

[অসিত বাড়ীর ভিতর ঢুকে যায়। ডাক্তার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নমিতা অলোকের কাছে আসে]

নমিতা। অলোক কেন তুমি ছেলেমানুষী করেছ?

[ডাক্তার বাড়ীর ভেতর চলে যায়]

কাকাবাবুর রাগ তো জান। একবার যা মুখ থেকে বার করেন, তা আর ফিরিয়ে নেন না।

অলোক। নমিতা, আজ তোমাকে চিনতে পারলাম—তুমি কতটা নীচ, কতটা স্বার্থপর!

নমিতা। [গম্ভীর হয়ে] বুঝতে যখন পেরেছ ভালই হয়েছে। তুমি মনে করেছ আমার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে

দেখবে। তা আমি হতে দেব না। নমিতার সুন্দর রূপ একদিন দেখেছ, শয়তান নমিতার রূপ এখন দেখ!

অলোক। আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি বল? আমি সাধারণ একটি ছেলে, যে অর্থ চায় না, সম্মান চায় না, দুনিয়ার লোভনীয় জিনিস সে কিছুই চায় না। চায় শুধু মানুষের ঘৃণিত জংগলী ফুল, তাও তোমরা সহ্য করতে পারছ না।

নমিতা। [উত্তেজিত হয়ে] পারছি না এইজন্যে যে তুমি জংলীফুল নিয়ে সুখী। একজন বয়ে নিয়ে বেড়াবে অন্তরের জ্বালা, আরেকজন সুখের স্রোতে হৃদয় ভাসিয়ে দেবে, সেটাই অসহ্য। আত্মহত্যা করতে পারিনি এই ভেবে যে তুমি সুখী হয়ে বেঁচে থাকবে। [চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে] ভালই হোল। তোমাকে কষ্ট করতে দেখে এবার আমার আনন্দ হবে, তৃপ্তি হবে। একদিন এমন আসবে, তুমি দুহাত মেলে আমার কাছে অনুকম্পা চাইবে, সেদিন তোমাকে প্রত্যাখান করে আমি পাব চরম শান্তি!

[নমিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সে ছুটে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে জংসিং প্রবেশ করে। তার চোখে জলের ধারা]

জংসিং। খোকাবাবু! দিদিমণির কথা শুনে বড়বাবু আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

অলোক। ও বাড়ীতে আমিও ঢুকতে পারব না জংসিং। আমাদের জায়গা বাড়ীর বাইরে।

[রূপা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। আস্তে আস্তে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে]

রূপা। আমার জন্যে তোমার এই অবস্থা হলো বাবু। আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম। আমি কি করব……আমার যে কেউ নেই—কেউ নেই—

অলোক। কেঁদো না রূপা। নাই বা থাকল আমাদের মাথার ওপর ঘর। এই সুন্দর নীল আকাশের নীচে থাকব আমি, তুমি, জংসিং।

[পর্দা নেমে আসে]

———

॥ তৃতীয় অংক ॥

[বাঙালী বাড়ীতে বড় একটি তালা ঝুলছে। পার্কের পেছনে চারটে খুঁটি দিয়ে একটি ছেঁড়া ত্রিপল টাঙ্গিয়ে অস্থায়ী আবাসস্থল করা হয়েছে। জংসিং একটি কাঠের বাণ্ডিল বাঁধবার চেষ্টা করছে। তার সমস্ত শরীরে নেমে এসেছে অকর্মণ্যতার ছাপ। পর্দা খুললে দেখা যায় জংসিং একমনে কাজ করে চলেছে, শংকর প্রবেশ করে]

শংকর। জংসিং, কেমন আছ?

জংসিং। [অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে] ভাল আছি।

শংকর। তোমার বাবুকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

জংসিং। খোকাবাবু নীচের পাহাড়ে গেছে।

শংকর। কদিন থেকে একটি কথা বলব ঃবলব ভাবছি। তোমার বাবু আর রূপা আমার ওপর যা রেগে আছে, তাই বলতে সাহস হয় না।

জংসিং। [গম্ভীর ভাবে] কি কথা?

শংকর। মানুষ যখন তার ভুল বুঝতে পারে, খারাপ কাজের জন্যে অনুশোচনা হয়, তখন তাকে ক্ষমা করা যায় কি না?

জংসিং। কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

শংকর। অলোকবাবুর বিরুদ্ধে আগে যে অন্যায় কাজ করে ফেলেছি তার জন্যে আমি ক্ষমা চাই।

জংসিং। ক্ষমা করার মালিক খোকাবাবু। আমি তার চাকর। যা বলার আছে, তার কাছেই বলবেন।

শংকর। [আবেগভরা কণ্ঠে] আমি তার পা ধরে ক্ষমা চাইব জংসিং। শুধু তার আগে তুমি অলোকবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবে। যদি তোমরা আমাকে ক্ষমা না কর, বুঝব আমাকে ভাল হবার সুযোগ দিলে না।

জংসিং। [ফিরে তাকিয়ে, নরম সুরে] শংকরবাবু—!

শংকর। জংসিং আমি একজন পাপী। রূপাকে পাবার জন্যে আমি দেবতার মত একটি লোককে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। পাপ কাজ কোনদিন সফল হয় না। তাই চাকা অন্যদিকে ঘুরে গেল।

জংসিং। খোকাবাবু আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন শংকরবাবু। খোকাবাবুর মন আপনি জানেন না।

শংকর। আমি আগেই কিছু বলতে চাই না। আমার কাজ দিয়ে তার বিশ্বাস আনতে চাই।

জংসিং। কি করতে চান বলুন?

শংকর। এখন যা করা উচিৎ তার তুলনায় হয়তো কিছুই করতে পারব না। কিছু টাকা আমি তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিন এই দিয়ে চালাও। তারপর তোমাদের থাকবার জন্যে আমি একটি বাড়ীর বন্দোবস্ত করব।

জংসিং। টাকা চাই না শংকরবাবু। আপনি থাকবার একটি ব্যবস্থা করে দিন। মাহিনার পর মাহিনা এই ঠাণ্ডা জায়গায় শুয়ে শুয়ে খোকাবাবুর শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে।

শংকর। আমি সব বুঝি জংসিং। কি হলে তোমরা ভালভাবে

থাকতে পার, সেও আমি জানি। আমার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কোন ভাল কাজ করতে চাইলেও বার বার প্রশ্ন আসে লোকে সন্দেহ করবে না তো!

জংসিং। আপনার ওপর আর অবিশ্বাস নেই। আপনি দয়া করে একটি বাড়ীর বন্দোবস্ত করুন। খুব উপকার হয়।

শংকর। আমি দু'একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করছি।

[রূপা প্রবেশ করে। তার মাথার সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা একটি ঝুড়ি পিঠে ঝোলান। ঝুড়ির মধ্যে কুড়োল, কাঠ। শংকর রূপাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়]

রূপা। [ক্রোধে] আপনি এসেছেন কেন? কি চাই এখানে?

জংসিং। রূপা শংকরবাবুকে কিছু বলিস না। শংকরবাবু ভাল হয়ে গেছে। খোকাবাবুর কাছে ক্ষমা চাইবে।

রূপা। ক্ষমা চাইবে! কিসের জন্যে?

জংসিং। অন্যায় কাজের জন্যে।

রূপা। [চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসে] শয়তান! বদমাস! এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাও।

জংসিং। রূপা, সব কথা আমি বলছি তোকে। আমার কথা শোন।

শংকর। আমাকে যা ইচ্ছে বলতে পার রূপা। আমি মাথা পেতে নেব। আমি যে অনুতপ্ত এইটুকু শুধু বুঝতে চেষ্টা কর।

রূপা। এখনও দাঁড়িয়ে কথা বলছ? শয়তান!

জংসিং। [ধমক দিয়া] রূপা আমি বলছি চুপ করে থাক। কিছু না বলতে বলতে সাহস বেড়ে গেছে। হাজার দফে বলছি,

আমার কথা শোন। কানে কথা যায় না, না?

রূপা। যদি বাঁচতে চাও তো এখান থেকে চলে যাও।

জংসিং। [গলা চড়িয়ে] শংকরবাবু, আপনি থাকুন। দেখি ও আপনাকে কি করে?

রূপা। দেখ কি করি। [রূপা পার্কের পেছনে যায়]

শংকর। আমি যাই জংসিং। রূপা শান্ত হলে তুমি বুঝিয়ে বলো।

জংসিং। না আপনি যাবেন না।

[রূপা ভোজালী হাতে এগিয়ে আসে]

রূপা। কুত্তা—!

[দু'জনে ফিরে তাকাতেই রূপার হাতে ভোজালী দেখে চমকে ওঠে]

শংকর। [ভয়ে] আমি যাই জংসিং।

জংসিং। ঠিক আছে, আপনি যান। আমি খোকাবাবুকে সব বলব।

[শংকর তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায়]

রূপা। চলে গেলে কেন? থাকলে না? কুত্তা!

[জংসিং রূপার হাত থেকে ভোজালীটা নিয়ে পেছনে রেখে আসে]

জংসিং। শংকরবাবু কেন এসেছিল জানিস? টাকা দিতে। থাকবার জায়গা দিতে।

রূপা। সবার আগে ইজ্জত।

জংসিং। রোজ রোজ ঐ এক কথা শুনতে ভাল লাগে না। খোকাবাবুর ইজ্জতের কথা তোর ভাবা উচিৎ।

রূপা। তাই বলে শয়তানটার দেওয়া জায়গায় থাকতে হবে?

জংসিং। দরকার হলে থাকতে হবে। সব সময় মাথা গরম করলে চলে না। রোদ্দুরে কাঠ কুড়িয়ে এসেছিস। সুস্থ হয়ে সব কথা ভাল করে ভেবে দেখ।

রূপা। এক রাত্তিরে লোক ভাল হয়ে যায় বলতে চাও?

জংসিং। তার মানে?

রূপা। বুড়ো হয়ে গেছ, চুপ করে বসে তোমার কাজ তুমি করো।

জংসিং। কেন কি হলো?

রূপা। কাল রাত্তিরে তোমার ভাল শংকরবাবু ব্রিজ সিংকে কি বলেছিল জানো?

জংসিং। কি?

রূপা। রূপাকে কাল্‌টির বাংলোতে দিয়ে আসতে পারলে পঞ্চাশ টাকা বকশীশ দেবে।

জংসিং। তোকে কে বললে?

রূপা। ব্রিজ সিং নিজে বলেছে। [জংসিং চুপ করে থাকে] চুপ করে আছ কেন? বলো তোমার শংকরবাবুর কথা। খোকা-বাবুর কাছে ক্ষমা চাইবে! ভুল বুঝতে পেরেছে! [শংকরকে উদ্দেশ্য করে] কুত্তা! কি হ'লো ভীমরতি কেটেছে?

জংসিং। তবে তো একটা মতলব নিয়ে এসেছিল। আমার সঙ্গে যে রকম করে কথা বললো—

[জংসিং আবার নিজের কাজ করতে আরম্ভ করে]

রূপা। [স্বাভাবিক হয়ে] বুড়ো, তুমি কাঠ রেখে দাও। আমি পরে বাঁধব।

জংসিং। এইতো হয়ে গেছে।

রূপা। ওভাবে বাঁধলে হবে না। শক্ত করে বাঁধতে হবে। ঢিলে থাকলে সব কাঠ খুলে যাবে। [জংসিং কাজ করা বন্ধ করে] কাছাকাছি আর কাঠ পাওয়া যায় না। কাল থেকে দূরে যেতে হবে।

জংসিং। আমিও কাল তোর সঙ্গে যাবো। তুই একা একা কাঠ আনিস আমার বসে বসে খেতে ভাল লাগে না।

রূপা। তুমি বাবুকে ছাখ। দু'জন এক সঙ্গে গেলে বাবুকে কে দেখবে ?

জংসিং। সবই তো বুঝি রূপা। কিন্তু তোর কষ্ট দেখে যে আমার চোখে জল আসে।

রূপা। [হেসে] আমার আবার কি কষ্ট বুড়ো ?

জংসিং। আরশি দিয়ে নিজের চেহারাটা দেখেছিস ? এইভাবে যদি তুই থাকিস তাহলে দুদিন পরে মরে যাবি। তোর জানের ওপর দিয়ে যাচ্ছে রূপা।

রূপা। তুমি ঠিক আমার বাবার মত কথা বল। একটু বেশি কাজ করলে বলতো, আমি মরে যাব।

জংসিং। এখন কিছু খেয়ে নে। আবার তো কার্শিয়াং ছুটতে হবে কাঠের বাণ্ডিল নিয়ে।

রূপা। বাবু আসুক।

জংসিং। বাবুর জন্যে বসে থেকে লাভ আছে ? যত বেলা বাড়বে, তোরই বেশি কষ্ট হবে। তুই খেয়ে নে। আমি জংগল থেকে কাঠের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আসি। কেউ নিয়ে যেতে পারে।

রূপা। কেউ নিতে পারবে না। একটা বড় গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে

বাঁধা আছে। দড়ি না কাটলে কেউ নিতে পারবে না।

[অলোক জংগলের দিক থেকে প্রবেশ করে। তার চোখের নীচে কালি পড়া, চুল রুক্ষ। এক হাতে বেহালা এবং অন্য হাতে থলেভর্তি কাঠ। জ্বরে সমস্ত মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে]

রূপা। এই তো বাবু এসে গেছে। থলে ভর্তি করে কি এনেছ বাবু?

অলোক। [করুণ হেসে] কাঠ এনেছি রূপা। কাল ভেবে রেখেছিলাম, আজ ফিরবার সময় কিছু কাঠ নিয়ে আসব। অনেকগুলো জংগলে কুড়িয়ে রেখেছি। সবগুলো ব্যাগে আঁটল না। বিকেলে গিয়ে বাকীগুলো নিয়ে আসব।

রূপা। [স্থির দৃষ্টিতে] বাবু! [কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে]

অলোক। কি হলো রূপা, অমন করে চেয়ে আছ কেন?

রূপা। তোমাকে কে কাঠ আনতে বলেছে? কেন তুমি কাঠ কুড়িয়েছ বাবু?

অলোক। তাতে কি হয়েছে?

রূপা। রূপা তো মরে যায়নি।

অলোক। ছিঃ, ওকথা বলো না।

রূপা। আমি যাতে দুঃখ পাই সে কাজ তুমি কর কেন বাবু?

অলোক। তুমি শুধু শুধু দুঃখ পাও। এখানে একটি কাজ যতদিন না পাই, ততদিন আমারও কিছু করা উচিত। শরীরে জোর পাই না, না হলে সব কাঠ আমিই কুড়িয়ে আনতাম।

রূপা। না, আর তুমি কাঠ কুড়োবে না। একমাস হলো তোমার

শরীর খারাপ চলেছে। আবার যদি তুমি কাঠ কুড়োও তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।

অলোক। না, না রূপা, ওকথা বলো না।

রূপা। তাহলে বল, আর তুমি কাঠ কুড়োবে না।

অলোক। না, আর কুড়োব না।

[জংসিং জংগলের দিকে যেতে থাকে]

অলোক। কোথায় যাচ্ছ জংসিং?

জংসিং। যে কাঠগুলো কুড়িয়ে রেখেছ, সেগুলো নিয়ে আসি। না হলে তো বিকেলবেলা গিয়ে আবার ওগুলো বয়ে নিয়ে আসবে।

অলোক। আচ্ছা যাও।

[জংসিং জংগলের দিকে যায়]

রূপা। তোমার শরীর এখন কেমন লাগছে বাবু?

অলোক। ভাল লাগছে না। তাইতো তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ঝর্ণার জলে যেখানে সাতটা রং দেখা যায়, সেই জায়গায় বসে একটা গান লিখতে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ পাহাড়ে ধ্বস নেমে রংটা নষ্ট হয়ে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, আর লিখলাম না।

রূপা। একটা কথা বলব?

অলোক। কি রূপা?

রূপা। তুমি কাল আমার সঙ্গে কার্শিয়াং হাসপাতালে চলো।

অলোক। ও কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে একটু। দুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। [একটু হেসে] আচ্ছা রূপা, তোমাকে আমি যতগুলো গান শিখিয়েছি, সব গান তোমার মনে আছে?

রূপা। হ্যাঁ—আজও তো কাঠ কুড়োবার সময় তোমার প্রথম গানটা গাইছিলাম—[আবৃত্তি করে]

নীল আকাশের তলায় তলায়
দূর পাহাড়ের টিলায় টিলায়
শেষ আলোটি ছড়িয়ে দিয়ে
আঁধার আনে কে?

অলোক। এই গানের কথা মনে পড়লে আমার কিরকম ভয় হয়। যদি আমার জীবনে কেউ আঁধার নিয়ে আসে, তাহলে তোমাকে দেখতে পাব না।

রূপা। তুমি তো বলেছিলে বাবু, আমি তোমার জীবন আলো করে দিয়েছি, তবে আজ আঁধারের ভয় কেন?

অলোক। কি জানি কোন অজানা ভয় এসে মাঝে মাঝে ব্যথা দিয়ে যায়। মনে হয় এই শান্তি বোধহয় ক্ষণস্থায়ী।

রূপা। ওভাবে কথা বলো না বাবু। তোমাকে কিছু ভাবতে দেখলে আমার ভয় করে।

অলোক। ঠিক বলেছ, আর ভাববো না।

রূপা। এখন কিছু খেয়ে নাও। তোমার জন্যে একটা—এই যা, পাঁউরুটিটা ব্রিজ সিংএর বাড়ীতে ভুলে রেখে এসেছি। আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি।

অলোক। এখন থাক।

রূপা। সকাল থেকে কিছু খাওনি।

[রূপা উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তার কিডস্ ব্যাগহাতে প্রবেশ করে]

ডাক্তার। [অলোককে] ভাবছো তোমাকে দেখবার জন্যে এসেছি ।।

মোটেই নয়। এদিকে একজন পেশেন্ট ছিল। তাই ফেরার পথে তোমার এখান হয়ে যাচ্ছি।

অলোক। আসুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। [রূপাকে] কি খবর তোমার রূপা? আমাকে দেখে আগের মত আর ভয়-টয় পাও না তো?

রূপা। [হেসে] না। এখন তো বড় হয়ে গেছি।

ডাক্তার। আমার চেয়েও বড় হয়েছ নাকি?

রূপা। আপনি বসুন ডাক্তারবাবু। আমি ব্রিজ সিংএর বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি।

ডাক্তার। আচ্ছা যাও।

[রূপা চ'লে যায়]

ডাক্তার। [অলোককে] তুমি কি এই ঠাণ্ডা জায়গায় রাত্তিরে শোও নাকি?

অলোক। ঠাণ্ডা লাগে না।

ডাক্তার। তা তো লাগেই না! নো ম্যানস ল্যাণ্ডের ওপর এয়ার কণ্ডিশন ক্যাম্প করেছ! একটা কথা বলা দরকার।

অলোক। বলুন?

ডাক্তার। তোমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে ওষুধ খাওয়া উচিত। আমার ওষুধ খেতে তোমার প্রিন্সিপালে বাধে, কিন্তু অন্য ডাক্তার যদি ঠিক করে দিই তাহলে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।

অলোক। কেন অযথা আমাকে ঘুরিয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন?

ডাক্তার। তোমার বাবা অবুঝের মত কাজ করেছেন। তিনি

জানেন না, কি সর্বনাশা ডিসিশন্ তিনি দিযেছেন। আমি ডাক্তার, আমি জানি এর পরিণতি কোথায়।

অলোক। আপনি মিথ্যে আমার জ:ন্য ভাবছেন। আমার কোন অসুবিধেই হচ্ছে না।

ডাক্তার। তুমি ছে:লেমানুষ নও অলোক। তোমাব বোঝা উচিত ভযংকর রোগের পর কিভাবে থাকা উচিৎ।

অলোক। কি করতে বলেন আমাকে?

ডাক্তার। ইউ মাষ্ট টেক মাই হেলপ্। আমার বাড়ীতে চলো। তোমার বাবা জানতে পাববেন না।

অলোক। যেখানে বাবার মতেব বিরু.দ্ধ গেছি, সেখানে আপনার সাহায্য নেব!

ডাক্তার। আমার কোন স্বার্থ নেই এতে। দু'বছর আমার চিকিৎসায় ছিলে, সেইজন্যেই তোমার জন্যে চিন্তা হয।

অলোক। আমার ভেতর এমন একটি ফিলিংস এসেছে, আপনার কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নিলেই ম:নে হবে, বাবার কাছ থেকেই ইনডাইরেক্টলি সাহায্য নিচ্ছি।

ডাক্তার। [রেগে] তোমার প্রাণের ওপর মায়া নেই?

অলোক। না।

ডাক্তার। দেন ইউ আর এ ক্রিমিনাল। তোমাকে পুলিস দিয়ে এ্যারেষ্ট করিয়ে নিয়ে যাব।

অলোক। আপনি আমাকে স্নেহ করেন জানি।

ডাক্তার। আজ যদি তোমার মা বেঁ:চে থাকতেন, পারতে তুমি সম্পর্ক ছেড়ে থাকতে?

অলোক। কি করে বলব? আয়া আর চাকরের কাছে বড় হয়েছি।

চিরকাল মনের মধ্যে একটি অতৃপ্ত বাসনা ছিল। হয়তো তারই প্রতিফল স্বরূপ মনের এই বিদ্রোহ।

ডাক্তার। তিল তিল করে নিজেকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়ে কি লাভ?

অলোক। তা বলতে পারি না। তবে আমার অন্যান্য ভাইদের মত নিজের জীবনটাকে যে মেকানিকাল করিনি, এই ভেবেই শান্তি।

ডাক্তার। আমার আইডিয়া ছিল, প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে, তাদের মন হয় নরম। এখন দেখতে পাচ্ছি গোঁয়ারও হয়। আমি আর দেখতে আসব না। তোমার যা খুশী তাই কর। যাবার সময় এইটুকু বলে যাচ্ছি, তোমার অসুখ যতটা সেরেছিল, এখন তার দশগুণ বেড়ে গেছে।

[ডাক্তার যেতে যেতে ঘুরে আসে এবং ব্যাগ থেকে কিছু ফল বার করে]

ডাক্তার। একজন পেশেন্ট এই ফলগুলো আমার ব্যাগে দিয়ে দিয়েছে। এগুলো এত ভারী যে, আমার পক্ষে টানাই মুস্কিল। ফলগুলো এখানে রেখে যাচ্ছি।

অলোক। [গম্ভীর গলায়] না, ফলগুলো কোন পেশেন্ট দেয়নি। ওগুলো আপনি নিজে ইচ্ছে করে এনেছেন। ভাল্বীর অছিলায় এখানে রেখে যেতে চান যাতে ফলগুলো আমি খাই।

ডাক্তার। সত্যি বলছি ফলগুলো একজন পেশেন্ট দিয়েছে।

অলোক। যেই দিয়ে থাকুক আপনি নিয়ে যান।

ডাক্তার। [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] ঠিক আছে।

[ডাক্তার ফলগুলো ব্যাগে তুলতে থাকে। জংগলের দিক থেকে জংসিংকে একটু আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়]

জংসিং। [গলা চড়িয়ে] না, ওগুলো তুমি খাবে। [এগিয়ে আসে] আমরা তোমাকে কি খাওযাতে পারছি, সেই জন্যে তুমি ফলগুলো খাবে না!

অলোক। না, আমি খাব না। ডাক্তারবাবু, আপনি ফলগুলো নিয়ে যান।

জংসিং। আপনি রেখে যান ডাক্তারবাবু। আমি খোকাবাবুকে খাইয়ে দেব।

অলোক। [চিৎকার করে] এত বড় সাহস তোমার; আমার কথার ওপর কথা বলছ! মনে করেছ অসুস্থ হযে পড়েছি বলে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করবে? আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমি একাই আমার ব্যবস্থা করে নেব। এমন জাযগায় চলে যাব যে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।

ডাক্তার। [এগিয়ে গিয়ে অলোককে ধরে] অলোক, চুপ কর।

অলোক। ডোণ্ট টাচ মি! সরে যান এখান থেকে!

[ডাক্তার ফলগুলো তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়]

জংসিং। এ তুমি কি করলে খোকাবাবু, ডাক্তারবাবুর মনে এই ভাবে কষ্ট দিলে?

অলোক। কষ্ট পাওয়াই উচিৎ।

[জংসিংএর চোখে জল আসে]

জংসিং। আমারই মরে যাওয়া উচিত খোকাবাবু। আমি তোমার কোন কাজ করতে পারি না। বেকার বসে থাকি। আমার বেঁচে থেকে কি লাভ খোকাবাবু?

অলোক। তুমি কাঁদছ? আমার অন্যায় হয়েছে। তোমাকে কড়া কড়া কথা বলেছি। তুমি জান না জংসিং, ঐ ফল আমি খেলে আমার নীতির অপমৃত্যু হোত। তাছাড়া রূপার পরিশ্রমের মর্যাদাও হানি হোত।

জংসিং। তোমার এই কষ্ট যে আমি সহ্য করতে পারছি না খোকাবাবু।

অলোক। কই, আমার তো কোন কষ্ট নেই।

[রূপা একটি পাঁউরুটি নিয়ে প্রবেশ করে]

রূপা। বাবু, এই দেখ তোমার জন্যে পাঁউরুটি এনেছি। তোমাকে খেতে দেব বাবু?

অলোক। দাও। রূপা, আগে আমার গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দাও, শীত করছে।

রূপা। দিচ্ছি। [পেছন দিক থেকে চাদর নিয়ে আসে]

অলোক। ভাল করে জড়িয়ে দাও।

[রূপা চাদর জড়াতে গিয়ে অলোকের গায়ে হাত লেগে চমকে ওঠে]

রূপা। বাবু, তোমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

অলোক। বোধহয় একটু জ্বর হয়েছে।

রূপা। একটু নয়। শীগগির তুমি শুয়ে পড়।

অলোক। না না, শোব না। তুমি আমার খাবারটা দাও।

রূপা। আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি।

[রূপা পেছন দিকে যায়]

অলোক। জংসিং।

জংসিং। খোকাবাবু।

অলোক। আমার কাছে এসো।

জংসিং। এই তো আমি আছি খোকাবাবু। কিছু বলবে আমাকে ?

অলোক। রাগের মাথায় কথা বলেছি, শুনে দুঃখ পেয়েছ না ?

জংসিং। না খোকাবাবু, তোমার কথায় আমার কখনো দুঃখ হয় না।

অলোক। ফুলগাছগুলো দেখেছো, কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ ওদের বাঁচার কত ইচ্ছে। কে ওদের বাঁচাবে ?

জংসিং। চুপ কর খোকাবাবু, তোমার জ্বর খুব বেড়েছে। চল তোমার বিছানা করে দিচ্ছি।

অলোক। এখন নয়। পৃথিবী যখন অন্ধকারে ঢেকে যাবে, যখন চারদিকে দেখা যাবে কালো আর কালো, তখন আমি বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ব। কেউ আমায় ডেকো না।

[রূপা প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসে]

রূপা। এই নাও বাবু।

অলোক। দাও। [একটুখানি খেয়ে প্লেট সরিয়ে রাখে] আর খাব না। একটু জল দাও।

জংসিং। আমি নিয়ে আসছি খোকাবাবু।

[জংসিং পেছনের দিকে যায়]

রূপা। কিছুই তো খেতে পারলে না।

অলোক। পরে খাব। জরটা বেড়েছে বোধহয়। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

[রূপা অলোকের মাথায় হাত বুলোতে থাকে]

অলোক। রূপা, তুমি আজ আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না।

রূপা। কার্শিয়াং না গেলে কি করে চলবে বাবু? পয়সার দরকার আমাদের।

অলোক। তা ঠিক। আমি একটা কাজ যোগাড় করতে পারলে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ছোট্ট একটি ঘরে আমরা থাকব। তখন তোমার কাজ হবে শুধু ঘর সাজান।

[জংসিং জল নিয়ে আসে। অলোক জল খায়]

অলোক। আঃ, খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

[শংকরের সহকারী সুখিয়ার প্রবেশ]

সুখিয়া। কাঠ বেচেগা, কাঠ?

রূপা। বাণ্ডিল কত করে দেবে?

সুখিয়া। পহলে কাঠ দেখলাও, পিছে দাম বোলেগা।

অলোক। লোকটাকে কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

সুখিয়া। আমাকে শংকরবাবুর সাথে দেখেছেন বাবু। কাণ্টি বাগানে কুলীকা কাম করতাম।

রূপা। কাজ ছেড়ে দিয়েছ?

সুখিয়া। বহুত দিন হয়ে গেছে। শংকরবাবুর সাথে কাম করকে তো জেল খাটতে খাটতে জিন্দগী চলা যায়গা।

রূপা। এখন কি নিজেই কাঠের ব্যবসা কর?

সুখিয়া। বেবসা কি করব? গরীব আদমী হ্যায়। পাহাড় থেকে থোড়া থোড়া কাঠ কিনে কার্শিয়াং বাজারে বিক্রী করি। দো-চার পয়সা মিল যাতা হ্যায়। ভুখা মরে যাব তবু শংকরবাবুর কাছে যাব না।

অলোক। হ্যাঁ লোকটা ভাল নয়।

সুখিয়া। ক্যায়া বাত হ্যায় বাবু? আপনাদের এরকম হাল কেন হলো?

অলোক। শুনে আর কি করবে। রূপা, তুমি কাঠগুলো এই লোকটার কাছে বিক্রী করো।

রূপা। ওরা যে খুব কম দাম দেয় বাবু।

সুখিয়া। কম নাহি দেতা। বিশওয়াস নাহি হোতা তো আগাড়ী রূপিয়া লে লো।

রূপা। বেশ চলো, কাঠগুলো তোমাকে দেখাই। বাজারের দাম দিতে হবে কিন্তু।

সুখিয়া। জরুর দেগা।

রূপা। দাঁড়াও ভোজালী নিয়ে আসছি।

[রূপা ভোজালী আনতে যায়]

সুখিয়া। দো-এক আনেকে লিয়ে বেকার কার্শিয়াং যায়। উসকো বহুত মেহনত হোতা হ্যায় বাবু।

অলোক। ঠিক বলেছ, আর ওকে যেতে দেব না। এবার থেকে তুমি এসে কাঠ নিয়ে যেও। কতবার নিষেধ করেছি, তা শুনতে চায় না।

[রূপা ভোজালী হাতে করে সুখিয়ার কাছে আসে]

রূপা। কাঠগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। দড়ি না কাটলে খোলা যাবে না।

সুখিয়া। আচ্ছা আমি যাই বাবু। নমস্কার।

[রূপা ও সুখিয়া কিছুদূর যায়। পেছন থেকে অলোক ডাকে]

অলোক। রূপা।

রূপা। কি বাবু?

অলোক। জংসিংকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

রূপা। তোমার কাছে কে থাকবে তাহলে?

অলোক। কারো থাকতে হবে না।

সুখিয়া। আপকো ভবিষ্যৎ খারাপ আছে। জংসিংকো আপকে পাস রহনে দিজিয়ে।

অলোক। না না, আমার কাছে থাকতে হবে না। জংসিং, তুমি যাও রূপার সঙ্গে।

[রূপা, সুখিয়া এবং জংসিং জংগলের দিকে চলে যায়। অলোক জ্বরের ঘোরে আবৃত্তি করতে থাকে]

বসে আছি এক মনে,
পৃথিবীর এক কোণে,
কত উঁচু দেখি চেয়ে ঐ হিমালয়—
আরো আছে, আরো আছে, শেষ ওটা নয়।

[অলোক পা মেলে চাদরটা জড়িয়ে বেঁধে শুয়ে পড়ে। অন্যদিক দিয়ে কিঅ কোম্পানীর ম্যানেজার এবং কর্মী প্রবেশ করে]

ম্যানেজার। [অলোককে না দেখে] কি হোল রে বংশী? লোকজন সব গেল কোথায়? বাড়ীর বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। সবাই কেটে পড়ল নাকি?

বংশী। ঐ তো, ঐদিকে ত্রিপল টাঙানো আছে। অন্য লোক থাকে মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার। এখন তাহলে কি হবে? সমস্ত প্রোগ্রাম মাটি হয়ে যাবে যে।

বংশী। মাটি হবে কেন? জায়গাটা তো ঠিক আছে। এখানেই স্যুটিং করব।

ম্যানেজার। তুই একটি গাধা, বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা তোকে যে আমি এইমাত্র গাধা বললাম—কেন বললাম বলতে পারিস?

বংশী। লোকজন নেই বলে বলছেন?

ম্যানেজার। ভাল করে ভেবে দেখ না, কেন হঠাৎ গাধা বললাম।

বংশী। বলতে পারছি না।

ম্যানেজার। তাহলেই বুঝতে পারছিস যে ক্যামেরাম্যানের বাক্স তোকে কতদিন টানতে হবে?

বংশী। অসুবিধে কোথায় আমি তো বুঝতে পারছি না।

ম্যানেজার। এতক্ষণেও যখন বুঝতে পারছিস না, তখন তোকে বুদ্ধু না বলে পারলাম না। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস কেন তোকে বুদ্ধু বললাম!

বংশী। হ্যাঁ—এবার বুঝতে পেরেছি।

ম্যানেজার। বল তো কেন?

বংশী। অকারণে গাধা বললেন, অথচ তার মানে বুঝতে পারলাম না, সেই জন্যে।

ম্যানেজার। [অলোকের দিকে চেয়ে] বংশী, দেখ তো একটা লোক শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

বংশী। হ্যাঁ।

ম্যানেজার। চল, লোকটাকে তুলি।

[দু'জনে এগিয়ে গিয়ে অলোককে ঠেলাতে থাকে। অলোক চাদর থেকে মুখ সরিয়ে একবার দেখে নেয়, তারপর উঠে বসে]

অলোক। কি চান?

ম্যানেজার। এই তো সেই লোকটা। আপনার বডির জিওগ্রাফী পাল্টে গেছে কেন স্যার?

অলোক। আপনারা কি সুটিং করতে এসেছেন?

ম্যানেজার। ঠিক ধরেছেন। কিন্তু স্যার আপনার বাড়ীতে তালা বন্ধ কেন?

অলোক। ও বাড়ীতে আমার কোন অধিকার নেই।

ম্যানেজার। তাহলে আমাদের হিরো-হিরোইন কোথায় থাকবে স্যার?

অলোক। সে আমি বলতে পারি না।

ম্যানেজার। কি বলছেন স্যার! হিরো-হিরোইন অলরেডি কার্শিয়াং এসে হল্ট করে আছে। আমি গিয়ে খবর দিলেই ওরা এসে উপস্থিত হবে।

অলোক। তাদের ফিরে যেতে বলুন। অথবা অন্য জায়গা দেখে নিতে বলুন।

ম্যানেজার। আপনি অমন করে আপত্তি করলে সমস্ত ম্যাসাকার হ'য়ে যাবে স্যার!

অলোক। আমি কি করতে পারি বলুন? অন্যের বাড়ীতে আমি মত দিতে পারি না।

[অলোক শুয়ে পড়ে]

ম্যানেজার। স্যার!

অলোক। প্লিজ আর বিরক্ত করবেন না। আমার শরীর খুব খারাপ।

ম্যানেজার। অদ্ভুত লোক একটা। আউটডোর স্যুটিং-এ বাইরের লোকেরাই খাইয়ে দাইয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে। অথচ এই লোকটার কোন রকম উৎসাহ নেই। এবার বুঝতে পারছিস বংশী কি হবে?

বংশী। পারছি, প্রডিউসার সমস্ত কষ্ট্ আপনার মাইনে থেকে কাটবে।

ম্যানেজার। কেন, আমার কি দোষ?

বংশী। আপনাকে লাষ্ট উইকে এখানে এসে ইনফরমেসন পাঠাতে বলেছিল। যদি আসতেন, তাহলে এতগুলো টাকা কোম্পানীর নষ্ট হোত না।

ম্যানেজার। সে তো পাঁচমাস আগেও আসবার কথা ছিল।

বংশী। তখন কোম্পানী ইচ্ছে করেই ডেট পিছিয়ে দিয়েছিল।

ম্যানেজার। তাহলে এখন কি হবে বংশী?

বংশী। হবে আবার কি, ছ'মাসের জন্যে আপনার মাইনে কাট্।

ম্যানেজার। [রেগে] ডিরেক্টারকেও বলিহারি যাই। ইনডোর স্যুটিং করলে কি ক্ষতিটা হোত? রিয়ালিষ্টিক দেখাচ্ছেন! সিম্বলিক দেখাচ্ছেন! আগের আমলে কি ইনডোর স্যুটিং-এ ছবি হয়নি? না সে ছবি হিট করেনি? এই করে করে ছবির কষ্ট্ বাড়িয়ে ফেলে আর দোষ হয় কর্মচারীদের।

অলোক। দয়া করে এখানে চেঁচাবেন না।

ম্যানেজার। আরে মশাই চেঁচান কি সাধে আসে? এই এর আগে শুনেছিলাম গল্পের নায়ক নায়িকার কপালে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তুলবে। আবার শুনছি সেটা পাল্টে গিয়ে কে নাকি পটল তুলবে। আগের প্লট অনুযায়ী ছবি করলে কবে স্যুটিং কমপ্লিট হয়ে যেত। একটা ডেথ সট নেবে তার জন্যে আকাশে মেঘ চাই, বৃষ্টি চাই, তারপর পাখীর বাসা থেকে পাখীর ফুরুত করে উড়ে যাওয়া চাই।

বংশী। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ আছে?

ম্যানেজার। আর এ কোম্পানীতে চাকরী করছি না! কলকাতায় ফিরে টালিগঞ্জের অন্য ষ্টুডিওতে কাজ নেব।

বংশী। তাহলে টালিগঞ্জের ট্রামগুলোকে নমস্কার করতে হবে।

ম্যানেজার। বাজে বকিসনে।

বংশী। বাজে নয়। ক্যামেরাম্যান আমাকে বলেছে, "উন্নতি করতে হলে টালিগঞ্জের ট্রাম দেখলেই নমস্কার করবি।" টালিগঞ্জের ট্রামে নাকি ষ্টুডিওর বড় বড় কর্তারা যাতায়াত করে।

ম্যানেজার। চলে আয় তাড়াতাড়ি। কার্শিয়াং গিয়ে ওদের আটকাতে হবে।

[দু'জনে চলে যায়। জংগলের দিক থেকে জংসিং কাঁপতে কাঁপতে প্রবেশ করে। তার চোখ দুটো লাল টক টক করছে, মুখে যেন ভাষা নেই। স্তব্ধ হ'য়ে অলোকের পাশে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে কম্পিত স্বরে অলোককে ডাকে]

জংসিং। খোকাবাবু, খোকাবাবু—

অলোক। কে?

জংসিং। আমি।

অলোক। জংসিং এসেছ। [উঠে বসে] কাঠ বিক্রী হয়ে গেছে? রূপা কোথায়—

[জংসিং চুপ করে থাকে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে]

কি হোল, রূপা কোথায়? কথা বলছ না কেন?

জংসিং। [ভাঙা স্বরে] রূপাকে শংকরবাবুর লোকেরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

অলোক। [উত্তেজিত হ'য়ে] কি বলছ তুমি?

জংসিং। সাঁওতাল কুলীটা শংকরবাবুর কথামত এসেছিল। কাঠ কেনা সব মিছে কথা। শংকরবাবু জাল পেতে রেখেছিল খোকাবাবু।

[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

অলোক। না, না—এ হতে পারে না। আমি কার্শিটতে যাব। রূপাকে নিয়ে আসব। [দাঁড়াতে চেষ্টা করে] আমার জঙ্গলী ফুল কেউ নিতে পারবে না।

[অলোক থর থর করে কাঁপতে থাকে]

জংসিং। তুমি শুয়ে থাক খোকাবাবু। পড়ে যাবে, পড়ে যাবে।

অলোক। পড়ব না। আমাকে শক্ত করে ধর। আমি ঠিক যেতে পারব। এখন না গেলে আর রূপাকে পাওয়া যাবে না। [চিৎকার করে] রূপা, রূপা—

[কিছুটা টলতে টলতে গিয়ে পড়ে যায়]

জংসিং। [দৌড়ে গিয়ে অলোককে ধরে] খোকাবাবু, খোকাবাবু—দেখলে তো পড়ে গেলে। জরে তুমি বেঁহুস হয়ে গেছ।

অলোক। আমার জঙ্গলীফুল, আমার স্বপ্ন—

[অলোক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে আসে। পর্দা পড়ে কিছু সময় চলে যায়। পর্দা খুলতেই দেখা যায় বিকেলের আলো। অলোক সেই বেঞ্চটায় বসে রয়েছে। পাশে দাঁড়ান অসিত, ডাক্তার এবং জংসিং। বাঙ্গালী বাড়ির দরজা খোলা।]

অসিত। বলতে বাধা নেই তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে আমি কঠোর ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত আমার কথায় তুমি রাজী হবে। কিন্তু ডাক্তারের কথাই ঠিক। তুমি অন্য আর দশটা ছেলের মত নও। ভুল বুঝতে তাই অনেক দেরি হয়ে গেল।

অলোক। আপনারা ফিরে যান, এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।

অসিত। তোমার সব সর্তই মেনে নিলাম। তুমি যেভাবে থাকতে চাও সেই ভাবেই থাক। বুড়ো বাবার শেষ অনুরোধ, ডাক্তারকে আবার তোমার চিকিৎসা করতে দাও।

অলোক। আপনাদের সাহায্য আর নিতে পারি না। আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। রূপা নেই। আপনারা জিতেছেন।

অসিত। ঠিকই বলেছ, আমি জিতেছি! ছ'মাস ধরে আমার চোখে ঘুম নেই। দিনরাত বুকের ভেতর যে যন্ত্রণা—চিৎকার করে কাঁদতে পারলে বোঝাতো পারতাম কেমন জিতেছি আমি।

তোমার মা বেঁচে থাকলে হয়তো এ ব্যথার ভাগ নিতে পারতো।

অলোক। আমার খেয়ালী স্বভাবের জন্যে আপনি মিছি মিছি কষ্ট পাচ্ছেন কেন?

অসিত। সন্তানের বাবা যদি কোনদিন হও বুঝতে পারবে। আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে সারাজীবন গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কোনদিন তোমাকে এতটুকু স্নেহ করিনি। আজ বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। [অশ্রুসিক্ত নয়নে] অসিত চৌধুরীর চোখে কোনদিন জল দেখেছ? চেয়ে দেখ আমার চোখের দিকে। এবপর আমি আর জিততে চাই না। এবার আমায় হারতে দাও। আমি তোমার বাবা!

ডাক্তার। অলোক, তোমার বাবার এই অবস্থা দেখেও যদি তুমি চিকিৎসায় মত না দাও, বুঝব তুমি অমানুষ।

অলোক। বেশ আমি মত দিচ্ছি, আমাকে সারিযে তুলুন।

[ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অসিতের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে]

অসিত। তুমি চিন্তা করো না। আমি রূপাকে ফিরিয়ে আনবার সবরকম ব্যবস্থা করছি। তার আগে আমার এই হাতখানা তোমার মাথায় একটিবার রাখতে দাও।

[অসিত অলোকের মাথায় হাত বুলোতে থাকে]

অলোক। বেশি দেরী করলে আর রূপাকে পাওয়া যাবে না—

ডাক্তার। আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ব। জংসিং, অলোকের বিছানাটা ঠিক করে দাও।

[জংসিং বাড়ীর ভেতর যায়]

অলোক। আবার সেই শয্যা নিতে হবে?

ডাক্তার। কিছুক্ষণ না হয় থাক এখানে। সন্ধ্যের আগে গেলেই হবে। [অসিতকে] অসিতবাবু, আপনি তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিন। প্রথমে আমাদের কাণ্টি বাগানে যেতে হবে।

অসিত। সবাই চলে গেলে অলোকের কাছে কে থাকবে?

ডাক্তার। জংসিংকে রেখে যা'ব। আপনি যান।

[অসিত ভেতরে যায়]

ডাক্তার। [অলোককে] দু'পুরিয়া ওষুধ জংসিং-এর কাছে দিয়ে রেখেছি। এক পুরিয়া এখন খেয়ে নিও। আধ ঘণ্টা পর আরেকটা খেও।

অলোক। কখন ফিরবেন আপনারা?

ডাক্তার। বেশি রাত্তির হলে আজ আর ফিরব না।

অলোক। রূপা যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে, বলবেন ভাল আছি। ও আমার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছে।

ডাক্তার। তোমাকে ভাবতে হবে না।

অলোক। জানেন ডাক্তারবাবু, এ ক'টা মাস রূপা কি কষ্টটাই না করেছে।

ডাক্তার। জানি অলোক। তোমার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না লাগে সেইজন্যে সে প্রাণপাত করেছে।

[অসিত এবং জংসিং বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

অসিত। চলো ডাক্তার।

ডাক্তার। হ্যাঁ—চলুন। জংসিং, তুমি একটু পরে অলোককে ঘরে নিয়ে যেও।

জংসিং। আচ্ছা।

[অসিত এবং ডাক্তার বাইরের দিকে চলে যায়]

অলোক। রূপা চলে যাবার পর থেকেই বুকের ভেতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুতেই কমছে না।

জংসিং। ওষুধটা খেয়ে নাও খোকাবাবু।

অলোক। দাও।

[জংসিং অলোককে এক পুরিয়া ওষুধ খাইয়ে দেয়]

জংসিং। তুমি একটু বস খোকাবাবু, আমি তোমার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করি গিয়ে।

অলোক। আচ্ছা যাও।

[জংসিং বাড়ীর ভেতর যায়। জংগলের দিক থেকে রূপার চীৎকার করে ডাক শোনা যায়—"বাবু, বাবু"। হাতে রক্ত-মাখানো ভোজালী নিয়ে অর্ধোন্মত্ত অবস্থায় রূপা প্রবেশ করে। তারা সমস্ত মুখে গায়ে তাজা রক্ত লাগা]

রূপা। এই দেখ বাবু, আমি শংকরবাবুকে খুন করেছি!

অলোক। [চমকে ওঠে] কি বলছ রূপা?

রূপা। হ্যাঁ বাবু, আমি শংকরবাবুকে টুকরো টুকরো করে কেটেছি এই দেখ ভোজালীতে রক্ত রয়েছে। এবার ঝর্ণার জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাল করে দেব।